



মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন বিডিও অফিসে কংগ্রেস প্রার্থীর প্রস্তাবককে হুমকি দেওয়া ও মারধোর করার অভিযোগ উঠেছে টিএমসি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। ...বিস্তারিত পাতা ৩



রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের দলবদল নতুন কিছু ঘটনা নয়। তবে যে কোন নির্বাচনকে সামনে রেখে নেতা কর্মীদের দল বদলের হিরিক থাকে যথেষ্ট। ...বিস্তারিত পাতা ৫



রবিবাসরীয় ভোরে দক্ষিণ দিল্লির ড. আল্বেদকর বস্তুতে আততায়ীর গুলিতে খুন হলেন দুই যুবতী। নিহত দুই যুবতীর নাম পিকি ও জ্যোতি। ...বিস্তারিত পাতা ৬



বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট বোলার হয়েও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে বোবা দর্শক হয়ে কাটাতে হয়েছে। ডব্লিউসি ফাইনালের একাদশে ছিলেন না অশ্বিনী। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘বিরোধী জোট থেকে দূরে থাকবেন না মমতা’

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লোকসভা নির্বাচনের বিরোধী জোট টিক করতে আগামী ২৩শে জুন মিটিং হবে বিহারের পটনানো। তবে তার আগে নানা জল্পনা ছড়িয়েছে। এবার এনিয়ে মুখ খুললেন বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অখিলেশ প্রসাদ সিং। তাঁর মতে বিরোধী জোট করার ক্ষেত্রে সেভাবে কোনও সমস্যা হবে না। সিপিএমকে জোট

বিহার মিটিংয়ের আগে আশায় বুক বাঁধছে কংগ্রেস

নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তির প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন তিনি। তবে এটা শেষ পর্যন্ত কোনও সমস্যা হবে না বলেই মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, “পটনানোতে ২৩ জুনের মিটিংয়ের জন্য অপেক্ষা করুন। দেখবেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিজেপির বিরুদ্ধে জোট করার ক্ষেত্রে দেখবেন সেভাবে কোনও সমস্যাই হবে না।” প্রসঙ্গত অখিলেশ প্রসাদ সিং নিজে রাজসভার সদস্যও। এদিকে দিন কয়েক আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি কাকদ্বীপে একটি মিটিং থেকে জানিয়েছিলেন, লোকসভা ভোটের আগে যদি সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস জোট করে তবে ভাববেন না যে আমার দল



থেকে কোনও সহায়তা পাবে। তবে এনিয়ে কংগ্রেসের এক নেতার দাবি, মিটিংয়ে অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়টি একেবারে অন্যরকম। এদিকে আরজুনের প্রধান মুখপাত্র শক্তি সিং যাদব জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে গোটা বিষয়টি সম্পর্কে বোঝানোটা শক্ত কোনও ব্যাপার হবে না। তিনি জানিয়েছেন, ২৬ জুন নীতীশ কুমারের ডাকা মিটিং শুরু হলেই অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। তিনি জানিয়েছেন, কংগ্রেস আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে প্রয়োজনীয় বোঝাপড়া করতে পারবে। এদিকে এই মিটিং উপলক্ষ্যে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগেও আসছেন বলে খবর। তারা প্রথমে বিপিসিসি অফিসে আসবেন। সেখানে কংগ্রেস নেতা কর্মীদের সঙ্গে তারা কথা বলবেন। এরপর তারা নীতীশ কুমারের ডাকা মিটিংয়ে যাবেন। অখিলেশ সিং জানিয়েছেন, দলের নেতাদের স্বাগত জানাতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এআইসিসি জেনারেল সেক্রেটারি কেসি বেনুগোপালও এই মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবেন। এদিকে তিনি জানিয়েছেন ২৩ তারিখের মিটিংয়ের পরে বিহার মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের থেকে আরও দুজনকে মন্ত্রী করা হচ্ছে। অন্যদিকে তিনি বলেন এই বিরোধী জোট কাউকেই প্রধানমন্ত্রীর মুখ হিসাবে তুলে ধরা হবে না। কারণ ২০০৪ সালেও মনমোহন সিংয়ের সময় বিরোধী জোট কেউই প্রধানমন্ত্রীর মুখ ছিলেন না। পরে মনমোহন সিংকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করা হয়।

আজ শহরে আসছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ডিজি ভোটের আবহে আগত ‘অতিথি’ নিয়ে ‘অসন্তুষ্ট’ নবান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে সরজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ডিজি। আগামী সোমবার তাঁর কলকাতায় আসার কথা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তরফে এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিব ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে ১৯ ও ২০ শে জুন রাজ্যে ডিজির



সফরের বিষয়ে জানানো হয়েছে। এদিকে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকায় সন্তুষ্ট না হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হতে চলেছে কমিশন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন সৃষ্টি শুরু হয়েছিল মৃত্যু দিবে, শেষ হয়েছে মৃত্যু দিয়ে। ভোটের আগেই মনোনয়ন পর্বে রাজ্যজুড়ে যে হিংসার ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে সরব বিরোধীরা। বেসরকারিভাবে মনোনয়ন পর্বে মৃতের সংখ্যা ৬। যদিও, সরকারিভাবে, তা স্বীকার করা হয়নি। কমিশন আজও বলেছে, এ বিষয়ে পুলিশের থেকে কোনও



একদিকে যেমন মুখ্য সচিব এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে সন্ত্রাস-কবলিত কিছু এলাকা ঘুরে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন বলে সূত্রের খবর। যদিও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এই ভূমিকায় আদৌ সন্তুষ্ট নয় রাজ্য সরকার বা রাজ্য নির্বাচন কমিশন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকাকে কার্যত ‘অনৈতিক হস্তক্ষেপ’ বলে মনে করছে কমিশন। হস্তক্ষেপ ঠেকাতে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। নবান্নের এক পদস্থ আধিকারিকের

মতে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এই ভূমিকার পেছনে আমরা রাজনৈতিক গন্ধ পাচ্ছি। পঞ্চায়েত ভোটের মধ্যে প্রশাসন ও কমিশনের কাজে এ ধরনের হস্তক্ষেপ একেবারেই অনির্ভর্য। সে কারণেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এই পদক্ষেপের নীতিগত বিরোধীতা করা দরকার। মুখে কিছু না বললেও, ডিজির সফরের ব্যাপারে কমিশনের অনীহাও স্পষ্ট। কমিশনের এক পদস্থ কর্তার মতে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ডিজি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে এসে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু, এই প্রবণতা চলতে থাকলে আগামী ভোট চলাকালীন নানা ইস্যুতে কখনও তপশিলী জাতি, উপজাতি কমিশন, কখনও শিশু সুরক্ষা কমিশনের হস্তক্ষেপ চলতেই থাকবে। ভোট ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর আইন শৃঙ্খলাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সৃষ্টি ভাবে ভোট পরিচালনা করাই কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। সে দিকে নজর রেখে জাতীয় কমিশনগুলির সর্দখ ভূমিকা পালন করা উচিত। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের কথা তারা তা করছে না। তাছাড়া রাজ্য নির্বাচন কমিশন একটি স্বশাসিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তা নয়। সেক্ষেত্রে, সোমবার কলকাতায় এসে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বা মুখ্য সচিবের সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ডিজির আদৌ সাক্ষাৎ হবে কি না, সেই প্রশ্ন কিন্তু ঝুলেই রইল।

কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই ভোটের দাবি, কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে যৌথ মঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই করতে হবে পঞ্চায়েত ভোট। এবার এই দাবিকে সামনে রেখেই এবার সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন যৌথ মঞ্চের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই নিজেদের অবস্থানের কথা জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে মেল করতে চলেছেন ভোট কর্মীরা। কয়েক লক্ষ মেল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। রাজ্য পুলিশে নেই তরসা। এই ব্যাননে মেল করা হবে নির্বাচন কমিশন দপ্তরে। মেল করবেন সারারাজ্যের ভোটকর্মীরা। কয়েক লক্ষ মেল যাবে গণস্বাক্ষর নেওয়ার পর দেওয়া হবে ভোটারগণ। একইসঙ্গে তারা রাজ্যপালেরও দ্বারস্থ হতে চলেছেন বলে জানা যাচ্ছে। বিভিন্ন জেলার প্রত্যেকটা ট্রেনিং সেন্টারে (ভোটের) কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে চলেছেন যৌথ মঞ্চের প্রতিবাদীরা। সঙ্গে চলবে গণস্বাক্ষর নেওয়ার অভিযান। শুধু ভোটের নয়, যাঁরা ভোট দিতে যাবেন

তাঁদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। এই দাবিকে সামনে রেখেই কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইছেন যৌথ মঞ্চের আন্দোলনকারীরা। মঞ্চ থেকেই একজন বলছেন, “আমরা চাই



স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্বাচনটা হোক। মানুষের জীবন নিয়ে রক্তের হোলি খেলার জন্যই এই নির্বাচন কমিশনারকে মানানীয়া বসিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ৬ জনের প্রাণ গিয়েছে। তাই আমাদের স্পষ্ট দাবি ভোট কেন্দ্রে এবং গণনা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া আমরা ভোট করতে যাচ্ছি না। আগামী ২৫ জুন এর জন্য আমরা মহামিছিলের ডাক দিয়েছি।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোট কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসনের এই নির্দেশেই তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকেন চিকিৎসকেরা। তাঁরা কেনে প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার করা হবে? এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে চিকিৎসকদের সংগঠন



মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয় রাজ্যের শীর্ষ আদালতের তরফে। একিসঙ্গে স্পর্শকাতর জেলাগুলিকে দ্রুত চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে রাজ্য এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, সোমবার মামলাটির দ্রুত শুনানির আবেদন করা হতে পারে।

শুভেন্দুর কাটা নন্দীগ্রাম! বিড়ম্বনায় বিরোধী দলনেতা

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৮ জুনঃ শুভেন্দু অধিকারীর নিজের জেলায়, নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে বেশকিছু আসনে প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি। নন্দীগ্রামের অনেক আসনেই পদ্ম প্রতীকের প্রার্থী নেই। নন্দীগ্রামে আবার বহু ক্ষেত্রে তৃণমূলের লড়াই নিজেদের গোঁজ প্রার্থীর বিরুদ্ধেই। যা নিয়ে তৃণমূল বিজেপি দু’পক্ষই অবশ্য সাফল্য দিয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ত্রিপুরার পঞ্চায়েতে মোট আসন ৫০২৫টি। মোট মনোনয়ন জমা পড়েছে ১৭,৭৯১টি। বিজেপির মনোনয়ন ৫৮৩১টি। তৃণমূলের মনোনয়ন ৫৬৮৮টি। সংখ্যার দিক থেকে ঘাসফুলের থেকে কিছুটা হলেও এগিয়ে বিরোধী দলনেতার দল। জেলা পরিষদে ৭০টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৬৬৫টি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪২৯০টি আসন রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। জেলা প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৮৪৩টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৮৯৬টি এবং জেলা পরিষদে ৯৫টি মনোনয়ন জমা দিয়েছে বিজেপি। তৃণমূলের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৮০৭টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৮০৫টি এবং জেলা পরিষদে ৭৬টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে সিপিএম ও



কংগ্রেস। তবে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সার্বিক মনোনয়ন পেশের সংখ্যায় এগিয়ে থাকলেও পদ্ম শিবিরের কাছে কাটা নন্দীগ্রাম। শুভেন্দুর নিজের বিধানসভাতেই সব আসনে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী দিতে পারেনি বিজেপি। ব্লক প্রশাসন সূত্রের খবর, নন্দীগ্রাম-১ নম্বর ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮৫টি আসনের মধ্যে ৬৬টিতে, পঞ্চায়েত সমিতির ৩০টি আসনের সাতটিতে পদ্ম প্রার্থী নেই। কেন্দ্রমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২টি আসনের একটিতেও নেই বিজেপির প্রার্থী, তৃণমূলের লড়াই নির্দল হিসেবে দাঁড়ানো গোঁজ প্রার্থীদের সঙ্গে। জেলা জুড়ে মনোনয়নে এগিয়েও নন্দীগ্রামে এই হাল কেন? বিজেপির দাবি, সবটাই নাকি তাদের ভোটের ছকা। গোঁজ প্রার্থী নিয়ে তৃণমূলের দাবি, সমস্যা মিটে যাবে। ভোট হবে প্রতীকেই। অন্যদিকে গোঁজ এবং বিক্ষুব্ধ তৃণমূল প্রার্থীদের কথায়, ঠিক মানুষদের প্রার্থী না দেওয়ার কারণে ভুগতে হবে দলকে।

বিশ্ফোরক অভিষেক মুকুল-শুভেন্দুর মতো আমাকেও ভাঙাতে চেষ্টা করছে

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ১৮ জুনঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে এর আগে ইডি-সিবিআই একাধিকবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছে। কখনও দিল্লির সদর দফতরে, কখনও আবার কলকাতায়। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ডাকে সাড়া দিয়ে মুকুল রায়, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, শুভেন্দু অধিকারী এদের ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে, একইভাবে চেষ্টা করছে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাঙাও, নইলে বসাও, নইলে জেলে ঢোকাও।” এখানেই থেমে থাকেননি অভিষেক। তিনি বলেন, “আমি যতদিন রাজনীতি করব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে করব। আমার গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরবে। আমরা অন্য



পঞ্চায়েতে বিজেপির থেকে ব্যবধান বাড়বে তৃণমূলের। আর পঞ্চায়েত নির্বাচনের থেকে চকিধে ব্যবধান আরও বাড়বে। এবার সব জেলা পরিষদ তৃণমূল জিতবে।” এরপরই অভিষেক বলেন, “বিজেপি ইডি-সিবিআই ব্যবহার করে নিজেদের দলকে শ্রীলঙ্কা ঘটায়। যেমনভাবে মুকুল রায়, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, শুভেন্দু অধিকারী এদের ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে, একইভাবে চেষ্টা করছে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাঙাও, নইলে বসাও, নইলে জেলে ঢোকাও।” এখানেই থেমে থাকেননি অভিষেক। তিনি বলেন, “আমি যতদিন রাজনীতি করব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে করব। আমার গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরবে। আমরা অন্য

ভোটে ডিউটি? ক্ষোভ প্রকাশ করে কমিশনকে চিঠি ডাক্তারদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটের ডিউটিতে চিকিৎসকেরা। হাওড়ার জেলা প্রশাসনের এই নির্দেশেই তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকেন চিকিৎসকেরা। তাঁরা কেনে প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার করা হবে? এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে চিকিৎসকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টর্সের তরফ থেকে। গোটা বিষয়ে তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়ে ইতিমধ্যেই চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। যা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ঘটনায় হাওড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন পাল বলেন, “একটা সমস্যা হয়েছিল। কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্য এটা হয়। এখন সেটা ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেটা কার্যকর করা হচ্ছে না।” প্রসঙ্গত, ৮ জুলাই রাজ্যে এক দফায় হতে চলেছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে মনোনয়ন জমার কাজ।

জয়নগরে নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে পৌঁছল সাদা থান, রজনীগন্ধার মালা! পঞ্চায়েত ভোটে ফিরল বাম আমলের ‘চুপ সন্ত্রাস’

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৮ জুনঃ নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে পৌঁছল সাদা থান, ফুলের মালা, গিল্লির প্যাকেট। সেই প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর মায়ের হাতে এসব জিনিসপত্র তুলে দেওয়া হয়। যার অন্তর্নিহিত অর্থ হল, পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে নাম না প্রত্যাহার করলে তাঁকে খুন করা হবে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত চালতা বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এই হুমকির অভিযোগ উঠেছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার

সিপিএম, কংগ্রেস থেকে তৃণমূল, বিজেপি কিংবা আইএসএফ, প্রাণ গিয়েছে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কর্মীর। দিনকয়েক আগেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙুড, ক্যানিংয়ের মতো এলাকা। এই পরিস্থিতিতে জয়নগরের ঘটনা নিয়ে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। সূত্রের খবর, জয়নগরের দক্ষিণ ব্যানার্জী চব্বের ২৫৩ নম্বর বৃক্ষের বাস সমর্থিত নির্দল প্রার্থী সুরত গায়ের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন থেকেই ভয়ে এলাকা ছেড়েছেন। অভিযোগ, এর মধ্যেই কয়েকদিন আগে সুরতের বাড়িতে



রাজনৈতিক মহলে। বাম আমলে একসময় বিরোধী শিবিরের প্রার্থীদের সঙ্গে এমন আচরণ ছিল পরিচিত দৃশ্য। ভোট দাঁড়ালেই পরিবারের কাছে পৌঁছে যেত সাদা থান। কখনও আবার বিরোধী প্রার্থীদের পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়ারও অভিযোগ উঠত সিপিএমের বিরুদ্ধে। তবে বামেরা রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে ১২ বছর আগে। কিন্তু পঞ্চায়েতে কঠোরপন্থের ছবিটা যেন একই রয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার অভ্যুত্থার বেড়েছে আগের থেকেও বেশি। যার জলজ্যান্ত প্রমাণ এবার পাওয়া গেল জয়নগরে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এখনও দুঃশান্তিরও বেশি দেরি আছে। তার আগেই মনোনয়ন এবং স্কুটিংসি পূর্বে তুলে অশান্তির ছবি দেখা যাচ্ছে গোটা বাংলাজুড়ে।

কয়েকজন যায় এবং তাঁর বৃদ্ধা মায়ের হাতে সাদা থান তুলে দেয়। সঙ্গে ছিল রজনীগন্ধা ফুলের মালা ও মিষ্টি। তারপর থেকেই ভয়ে সীঁটিয়ে রয়েছেন ওই নির্দল প্রার্থীর পরিবারের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার দাবিতে জয়নগর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ওই পরিবার। সুরত গায়ের প্রতিকর্ষী পুতুল সর্দারকেও ভোট বেশি মাতামাতি না করার জন্য ওই দুষ্কৃতীরা হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও দলের বিরুদ্ধে ওঁটা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চণ্ডীচরণ সর্দার এ বিষয়ে বলেন, “সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। নির্দলদের আসলে কোনও দলের চিক নেই। পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রার্থীরাই বিপুল ভোটে জিতবে।”

ভারতীয় অর্থনীতি থেকে উধাও ৮৮,০৬২.৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫০০ টাকার নোট!

নয়াদিল্লি, ১৮ জুনঃ যখন ২০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নিচ্ছে আরবিআই, সেই সময়ই জানা গেল উধাও কোটি কোটি টাকা মূল্যের ৫০০ টাকার নোট! এই বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন বা আর্টিআই-এর অধীনে জানতে চেয়েছিলেন মনোজ্ঞন রায় নামে এক সাক্ষরকর্মী। তাতেই জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে ৮৮,০৬২.৫ কোটি টাকার ৫০০ টাকার নোট হারিয়ে গিয়েছে ভারতীয় অর্থনীতি থেকে! তথ্য অধিকার আইনের অধীনে জানা গিয়েছে, তিনটি টাকশাল থেকে ৮৮,০৬২.৫ কোটি নতুন নকশার ৫০০ টাকার নোট জারি করা হয়েছিল। কিন্তু, এর মধ্যে আরবিআই-এর কাছে পৌঁছ রয়েছে মাত্র ৭২৬ কোটি। অর্থাৎ, হারিয়ে গিয়েছে ৮৮,০৬২.৫ কোটি টাকা মূল্যের ১৭৬.০৬৫ কোটি ৫০০ টাকার নোট। এই নোটগুলি সম্পর্কে কোথাও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। এই অসঙ্গতির তদন্ত করার জন্য সেন্ট্রাল ইকোনমিক ইন্সটিটিউশন ব্যুরো বা সিইআইবি এবং এনফোসমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি-কে

চিঠিও দিয়েছেন মনোজ্ঞন রায়। আরবিআই-এর তিনটি ইউনিট থেকে মুদ্রা নোটগুলি ছাপা হয়- বেঙ্গালুরু আরবিআই নোট মুদ্রন প্রাইভেট লিমিটেড, নাসিকের কার্বেলি নোট প্রেস এবং মধ্যপ্রদেশের ব্যাঙ্ক নোট প্রেস।



নাসিকের টাকশাল জানিয়েছে, ২০১৬-১৭ সালে তারা আরবিআই-কে ১৬৬.২ কোটি ৫০০ টাকার নোট দিয়েছিল। বেঙ্গালুরু টাকশাল জানিয়েছে, ওই সময়ে তারা দিয়েছিল ৫১১.৫৬৫ কোটি এবং মধ্যপ্রদেশের টাকশাল দিয়েছিল ১৯৫.৩

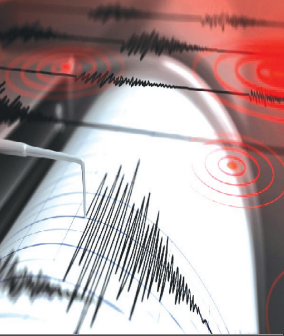
কোটি। অর্থাৎ, তিনটি টাকশাল থেকে মোট ৮৮১.০৬৫ কোটি ৫০০ টাকার নোট ছেপে দেওয়া হয়েছিল আরবিআই-কে। কিন্তু, আরবিআই জানিয়েছে, তারা মাত্র ৭২৬ কোটি ৫০০ টাকার নোট পেয়েছিল। টাকশাল থেকে আরবিআই-য়ে আসার পথে, বাকি ১৭৬.০৬৫ কোটি ৫০০ টাকার নোট কোথায় গেল, কেউ জানে না। এর মধ্যে ২১ কোটি নাসিক টাকশালে ২০১৫ সালের এপ্রিল দিয়েছিল ২০১৬ সালের মার্চের মধ্যে ছাপা হয়েছিল। তবে, আরটিআই অনুসারে, এই

নোটগুলি রঘুরাম রাজন গভর্নর থাকাকালীন আরবিআই-কে সরবরাহ করা হয়েছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত আরবিআই-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫০০ টাকার জাল নোটের সংখ্যা গত আর্থিক বছরের তুলনায় ২০২২-২৩ সালে ১৪.৪ শতাংশ বেড়েছে। বাজারে ৯১,১১০টি জাল ৫০০ টাকার নোট ঘুরছে। আর একই সময়ে জাল ২০০০ টাকার নোট রয়েছে ৯,৮০৬টি। গত ১৯ মে এক বিশ্লেষণ জারি করে, বাজার থেকে ২০০০ টাকার নোট অবশ্য প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছে আরবিআই। ব্যাঙ্কগুলিকে অবিলম্বে কার্যকর ২০০০ টাকার নোট দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০০০ টাকার নোটগুলি বাকি জমা দিতে বা বিনিময় করে অন্য নোট নিতে বলা হয়েছে। তবে, এই নির্ধারিত সময়সীমার পরও ২০০০ টাকার নোটগুলি বৈধ ব্যাঙ্কনোট হিসেবেই থাকবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছে আরবিআই।

পশ্চিম সিকিমে মুঘলধারে বৃষ্টি, একাধিক স্থানে ভূমিধস, গবাদি পশুর ক্ষতি

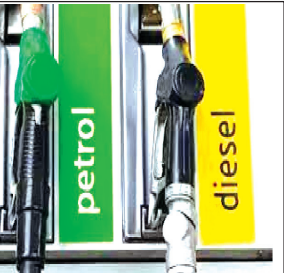
গ্যাটক, ১৮ জুন :গত শনিবার রাতে প্রবল বর্ষণে পশ্চিম সিকিমে ভূমিধসের কবলে পড়ে বেশ কয়েকটি বাড়ি। গবাদিপশুরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে এই সময়ের মধ্যে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। জেলার বিভিন্ন স্থানে সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।বর্ষা শুরু র সঙ্গে সঙ্গে সিকিমে ভূমিধস শুরু হয়েছে। ভারী বর্ষণে রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাতভর ভারী বৃষ্টিতে পশ্চিম সিকিমের মান্বেং ডেটাম নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনোভাবে মানুষ প্রাণ বাচিয়েছে। ট্রাউট খামার এবং গবাদি পশুরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ভূমিধসের কারণে পশ্চিম জেলার অনেক জায়গায় সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে উত্তর সিকিম বড়োতে যাওয়া হাজার হাজার পর্যটক ও ছাত্র ভূমিধসের কারণে আটকা পড়েছিল। শনিবার আটকে পড়াদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরা এবং লেহতে ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্প, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই



শ্রীনগর, ১৮ জুন :জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায় ভোর ৩টে ৫০ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.১।এর কেন্দ্র কাটরায় ১১ কিলোমিটার গভীরে ছিল। ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।এর আগে লাদাখের লেহতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উত্তর-পূর্ব লেহতে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.১। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির মতে, ভূমিকম্পটি অরুত ছেঁহ রাত ২.১৬ মিনিট নাগাদ। কাটরা এবং উত্তর-পূর্ব লেহতে ভূমিকম্পে কোনও প্রাণ বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।উল্লেখ্য, এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। লাদাখে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.৫। ১০ মিনিট পরে, জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় রিখটার স্কেলে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের দিক থেকে জম্মু ও কাশ্মীরকে অত্যন্ত স্পর্ষকাতরে বলে মনে করা হয়।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৬ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল



নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানো অব্যাহত রয়েছে। রবিবার অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৬ ডলারের কাছাকাছি। যদিও আজও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রবিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৩৬ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভাট্টা এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুদ্ধ নিলে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

গুজরাটের স্ট্যাচু অফ ইউনিটি-তে ‘ মিশন লাইফ’-এর সূচনাকালে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন:রাষ্ট্র সঞ্চের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসজি, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেলজি, ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করজি, দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ। এই গৌরবময় ভূ মিতে আপনাদের সকলকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। মিঃ আন্তোনিও গুতেরেসের কাছে ভারত একটি দ্বিতীয় বাসস্থানের মতো। আপনি যৌনেনও বহুবার ভারত ভ্রমণ করেছেন। গোয়ার সঙ্গেও আপনার পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। আমি আনন্ডব করছি যে আমি আজ আমার নিজের পরিবারের একজন সদস্যকে গুজরাটে স্বাগত জানাচ্ছি। মিঃ আন্তোনিও গুতেরেস, এখানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা! আমি আনন্দিত যে ‘ লাইফ’ চালু হওয়ার পর থেকে এখন অনেক শেে এই সঙ্কল্পের সাথে যুক্ত। আমি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি মিঃ ম্যাক্রোঁ, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস, গায়ানার রাষ্ট্রপতি ইরফান আলী, আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি আলবার্তো ফার্নান্দেজ, মিশ্রাশের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ জগমোথ, মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতি আন্ড্রি রাজোয়েলিনা, নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বহাদুরজি, মালদ্বীপের ডাই সোলি, জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইরাকলি গারিবাশভিলি এবং এন্টোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাজা ক্যালাসকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।বন্ধুগণ, এই অনুষ্ঠানটি আমাদের জাতীয়,গর্ব স্ট্যাচু অফ ইউ নি টি, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের একটি বিশাল মূর্তির সন্নিকটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে একা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের সর্ববৃহ মূর্তি আমাদের উচ্চ পরিবেশগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং সেগুলি পূরণ করতে অনুপ্রাণিত করবে।বন্ধুগণ,মান যখন উচ্চ হয়, রক্তেও গুলি বিশাল হতে বাধ্য। গুজরাট এই অনুষ্ঠানের আয়োজন অনেক গুরুত্ব বহন করে। এবং এটি একটি পুরোপুরি উপযুক্ত জায়গাও। গুজরাট হল ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম যেখানে পুনর্বনিকরণ যোগ্য শক্তি এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহন শুরু হয়েছিল। খালগুলিতে সোনার প্যানেল স্থাপন করা হোক বা খরা-প্রবণ অঞ্চলে জলের স্তর বাড়ানোর জন্য জল সংরক্ষণের প্রচারাভিযান হোক, গুজরাট সর্বদা নেতৃত্ব দিয়েছে।বন্ধু গণ,এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি নীতি সম্পর্কিত বিষয়। কিন্তু যখনই আমরা এই বিষয়টিকে একটি নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করি, তখনই আমাদের মনের অজান্তেই ভাবতে শুরু করবে যে, এ বিষয়ে শুধু সরকারের কিছু করণের কথা বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর এ বিষয়ে শুধু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এটা সত্য যে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এতে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং তারা এটি পরিচালনা করার চেষ্টাও করছে। কিন্তু আমরা লাইফ দেখতে পাচ্ছি যে এখন এই ইস্যুটির গুরুত্ব আর শুধু আলোচনার টেবিলেই সীমাবদ্ধ নেই বরং আজ বিশ্বের প্রতিটি কোণে এবং প্রতিটি ঘরে পৌঁছেছে।জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষ তাদের চারপাশে ঘটিতে থাকা পরিবর্তনগুলি অনুভব করছে।এটি প্রকল্প শুরু করতে। গত কয়েক দশকে, আমরা দেখেছি কীভাবে প্রভাব তীব্র হয়েছে এবং

অগ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। আজ আমাদের হিমবাহ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। আমাদের নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে এবং জলবায়ু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এবং এই পরিবর্তনগুলি মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি শুধুমাত্র নীতি চিহ্নিতকরণ পর্নায়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। মানুষ নিজেরাই বুঝতে একটি দ্বিতীয় বাসস্থানের মতো। একটি পরিবার এবং একটি সম্প্রদায় হিসাবে তাদের পৃথিবীর জন্য কিছু দায়িত্ব নেওয়া উচিত এবং ব্যক্তিগত স্তরে কি করা উচিত। মানুষ জানতে চায় তারা ব্যক্তি পর্যায়ে বা পরিবার ও সম্প্রদায়ের সাথে মিলে কী পদক্ষেপ নিতে পারে, যাতে পৃথিবী রক্ষা করা যায়?এই সময় প্রশ্নের উত্তর মিশন লাইফে নিহিত। মিশন লাইফের মন্ত্র হল ‘পরিবেশের জন্য জীবনধারণ’। আজ আমি মিশন লাইফের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করছি এই আশা নিয়ে যে এই গ্রহের প্রতিটি ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা চালাবে। মিশন লাইফে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইকে গণতান্ত্রিক করে তোলে যাতে প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখতে পারে। মিশন লাইফ বিশ্বাস করে যে ছোট প্রচেষ্টাও বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে। মিশন লাইফ পরিবেশ রক্ষার জন্য আমাদের দৈন্যদিন জীবনে যা করা যায় তা করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। মিশন লাইফ বিশ্বাস করে যে আমাদের জীবনধারা পরিবর্তন করে পরিবেশ রক্ষা করা যেতে পারে। আমি আপনাকে দুটি পুর আকর্ষণীয় উদাহরণ দিতে চাই। আমি নিম্নোই দেখেছেন যে কিছু লোক এসির তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেট করে। কিন্তু এটির তাপমাত্রা করার পর এই মানুষগুলো কম্বল বা কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমায়। এসি-তে প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমলে শরীরের উপর নৈতিক্যচ প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে পরিবেশ বাচাতে পারি। অর্থা, আমরা যদি আমাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করি তবে তা পরিবেশের জন্য একটি বড় সাহায্য হবে। আমাদের জীবনধারার আরেকটি উদাহরণ। কিছু লোক তাদের গাড়িতে জিমে যায় যার গড় মাইলেজ প্রতি লিটারে ৫ কিলোমিটার এবং তারপর জিমে ডিভিশনে ঘাম ঝরান। এমন যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় ঘাম ঝরানো, তাহলে আপনি কেনা শুধু হাটা বা সাইকেল চালিয়ে জিমে যান না? এইভাবে পরিবেশ এবং আমাদের স্বাস্থ্য উভয়ই উপকৃত হবে। বন্ধুগণ,এভাবেই একজন ব্যক্তি ও মানুষের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা জীবনধারা পরিবর্তন করে বড় ফল বয়ে আনতে পারে। আমি আরেকটি উদাহরণ শেয়ার করতে চাই। ভারতে, আমরা কয়েক বছর আগে দেশবাসীকে আরও বেশি করে এলইডি বাম্ব ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিদ্যুৎ বিল কমানো, বিদ্যুৎহতের দাম কমানো এবং পরিবেশ রক্ষা করা। সরকার এলইডি বুম্বের একটি প্রকল্প শুরু করেছে এবং দেশের বেসরকারি ক্ষেত্রও এর একটি অংশ হয়ে উঠেছে। আজ যে

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এখানে এসেছেন তারা জেনে অবাক হবেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের মানুষ তাদের বাড়িতে ১৬০ কোটিরও বেশি এলইডি বাম্ব বসিয়েছেন। ফলস্বরূপ, আমরা ১০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমাতে পেরেছি। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে এটি প্রতি বছরই ঘটে চলেছে। এটি শুধু এককালীন সাফল্য নয়, এটি প্রতি বছরই আমাদের সাহায্য করে চলেছে। এলইডির কারণে এখন প্রতি বছর কার্বন নির্গমন অনেকটাই কমতে শুরু করেছে।বন্ধুগণ,গুজরাট মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। তাই তিনি সেইসব চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন যারা পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপনের গুরুত্ব বুঝতেন। তিনি ট্রাস্টিশিপের ধারণা তৈরি করেছিলেন। মিশন লাইফ সমস্ত অশীর্বাদদের পরিবেশ রক্ষার ট্রাস্টি করে তোলে। ট্রাস্টি এমন একজন যিনি সম্পদের নির্বাচারে ব্যবহারের অনুমতি দেন না। একজন ট্রাস্টি শেেযক হিসেবে কাজ করেন না বরং একজন রক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ‘ মিশন লাইফ পি-৬’ – এই ধারণাকে শক্তিশালী করবে। ‘ মানে শ্রেে প্ল্যান্টে পিগল। আজ আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে আমরা গোষ্ঠীবাদের কথা বলি অর্থা, কোন দেশ কোন দলে বা কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কিন্তু ‘ মিশন লাইফ’-ই পৃথিবীর মানুষকে শ্রেে প্ল্যান্টে পিগল হিসেবে সংযুক্ত করে এবং তাদের অনুরূপ চিন্তাসূত্রে যুক্ত করে। এটি ‘গ্রহেরে জীবনশৈলী, গ্রহের জন্য এবং গ্রহ দ্বারা’ – এই মৌলিক নীতির উপর কাজ করে।বন্ধু গণ,অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা সুন্দর ভবিষ্য গড়তে পারি। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির পূজা করার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। জল, হল, বায়ু এবং সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসের গুরুত্ব আমাদের বেছে নিতেকিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থবৈদ বলেঃ অখাং, পৃথিবী আমাদের মা এবং আমরা তার সন্তান। ‘রিউউস, রি-ইউজ অ্যান্ড রি-ইনভেন্ট’ এবং চক্রাকার অর্থনীতি হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের ভারতীয় জীবনধারার একটি অংশ। আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, অনেক দেশে এমন প্রথা আজও প্রচলিত আছে যা আমাদেরকে প্রকৃতির সাথে ভাল মিলিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করে। ‘ লাইফ ই প্রকৃতির সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি জীবনধারাকে যুক্ত করে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যা গ্রহণ করেছিলেন সেটিকে আজ আমাদের জীবনশৈলীর অঙ্গ করতে পারি।বন্ধুগণ,আজ ভারতে বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন ফুটপ্ৰিন্ট মাত্র ১.৫ টন, যেখানে বিশ্বে গড় প্রতি বছর ৪ টন। তবুও, ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিশ্বের অন্যতম মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কয়লা এবং কাঠের ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেতে ‘ প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। জল সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে, আমরা আজ ভারতের প্রতিটি জেলায় ৭৫টি ‘অমৃত সরোবর’ নির্মাণের জন্য ব্যয় প্রচার চালাচ্ছি। এখানে ‘ ধনের অপচয়’ – এর ওপর অভূতপূর্ব জোর দেওয়া হচ্ছে। আজ, ভারতে বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম পুনর্বনিকরণ যোগ্য শক্তির ক্ষমতা রয়েছে। আজ আমরা বায়ু শক্তি তে চার নম্বরে এবং

সৌরশক্তিতে পাঁচ নম্বরে আছি। গত ৭-৮ বছরে ভারতের পুনর্বনিকরণযোগ্য শক্তির ক্ষমতা প্রায় ২৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা নির্ধারিত সময় সীমার ৯ বছর আগে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ৪০ শতাংশ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যও পূরণ করেছি। আমরা পেট্রোলে ১০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যও অর্জন করেছি, এবং তাও সময়সীমার পাঁচ মাস আগে। এখন ভারত পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ভারতও হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেমের জন্য পরিবেশ-বান্ধব শক্তির উৎসেবের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে, এবং গুজরাট এই সবুজ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। এটি ভারত এবং বিশ্বের অনেক দেশকে তাদের ‘নেট জিরো’-এর লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।বন্ধু গণ, আজ ভারত শুধু অগ্রগতিই করছে না বরং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার জন্য সমাধানও দিচ্ছে এবং একটি ভালো উদাহরণ স্থাপন করছে। আজ ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে কিন্তু একই সাথে আমাদের বনাঞ্চল বিস্তৃত হচ্ছে এবং বন্য প্রাণীর সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত এখন বিশ্বের সাথে তার অশীর্বাদিহ্ম আরও বাড়াতে চায়। ‘এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড’ – এর মতো সম্প্রদানগুলি এই ধরনের লক্ষ্যগুলির প্রতি আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করছে। ‘বিপর্যয় স্থিতি স্থাপক পরিকাঠামো’র জন্য জেটি গঠনে নেতৃত্ব দিয়ে ভারত বিশ্বকে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি তার ধারণা সম্পর্কে সচেতন করছে। মিশন লাইফ এই দিকের একটি পরবর্তী পদক্ষেপ।বন্ধু গণ,মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আমার সাথে একমত হবেন যে যখনই ভারত এবং রাষ্ট্রসংঘ একসাথে কাজ করেছে, বিশ্বকে একটি ভাল জায়গা করে তোলার নতুন উপায় পাওয়া গেছে। ভারত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তাব করেছিল, যা রাষ্ট্রসংঘ সমর্থন করেছিল। আজ রাষ্ট্রসন্দের সমর্থনের কারণে, যোগব্যায়াম বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে একটি সুস্থ জীবনযাপনের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। এরকম একটি উদাহরণ হল বাজরার আন্তর্জাতিক বর্ষবরণ। ভারত তার ঐতিহ্যবাহী এবং পরিবেশ-বান্ধব, মোটা শস্যের সাথে বিশ্বকে পরিচিত করেছে।চিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘও এতে সমর্থন দিয়েছে। আমরা আগামী বছর আন্তর্জাতিক বাজরা বর্ষ উদযাপন করতে যাচ্ছি, তবে এটি সম্পর্কিত আলোচনা ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বে শুরু হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে রাষ্ট্রসংঘের সমর্থনে, মিশন লাইফ একটি বিশাল সাফল্য হবে এবং এটি বিশ্বের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি দেশ এবং প্রতিটি নাগরিকের কাছে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের মনে রাখা হবে এই মন্ত্রটি – প্রকৃতি রক্ষিত রক্ষিত অর্থাং, যারা প্রকৃতিকে রক্ষা করে তারাও প্রকৃতি দ্বারা সুরক্ষিত। আমি বিশ্বাস করি এই মিশন লাইফের মাধ্যমে আমরা একটি উন্নত বিশ্ব গড়তে সক্ষম হব। আবারও আমি আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি এবং এইসমর্থনের জন্য আমি আবারও রাষ্ট্রসংঘকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ।

ভারত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ক্রমবর্ধমান শক্তির বড় উদাহরণ, ১০২ তম নব কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ১৮ জুন:মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এর ১০২ তম পর্বে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ে কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন, ভারতের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এখন একটি বড় উদাহরণ হয়ে উঠেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রধান উপায় হল সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা করা। তিনি বর্ষার জল সংরক্ষণ ও বৃষ্টি ধরার কথা উল্লেখ করেন।এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী সপ্তাহে আমেরিকায় তার বাস্তু সময় থাকবে। এই বিবেচনায়, মন কি বাতের এই পর্বটি শেষের পরিবর্তে এক সপ্তাহ আগের রবিবার করা হচ্ছে।

বিপর্যয়ে বিপরিস্ত গুজরাটে অমিত শাহ, এনডিআরএফ কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বললেন কথা



আহমেদাবাদ, ১৮ জুন :ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের তাড়বে বিপরিস্ত হয়ে পড়েছে গুজরাটের কিছু এলাকা। শনিবার সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষ ও উদ্ধার কাজে নিযুক্ত বনডিআরএফ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আকাশপথে ঘুরে দেখলেন বিপরিস্ত এলাকা ও উদ্ধার কাজ।গুজরাটের কচ্ছ জেলায় উদ্ধার কাজে নিযুক্ত এনডিআরএফ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষা করে তাদের প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাাও মান্ধীর কাথদা গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষদের হালচাল সম্পর্কে খোঁজখবর নেন অমিত শাহ। তিনি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গেও দেখা করেন।

বর্নবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হলুদ নয়, কালো জার্সিতে মাঠে নামল ব্রাজিল

স্পেন, ১৮ জুন : হলুদ জার্সি বাদেও অ্যাওয়ে ম্যাচ থাকলে নীল রঙের জার্সিও পরে দলটি। এবার হলুদ বা নীল নয়, কালো জার্সিতে মাঠে নামল সেলেসাও বাহিনী।শনিবার ভারতীয় সময় রাত দেড়টায় স্পেনের বার্সেলোনায় প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল ও গিনি। ম্যাচটিতে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানান দেয়ার জন্য কালো জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলব্রাজিল।ম্যাচে ৪-১ গোলে জিতল ব্রাজিল।

প্রয়াত ’হুইসেলব্লোয়ার’ ড্যানিয়েল এলসবার্গ



লিফোনিয়া, ১৮ জুন : প্রয়াত আমেরিকার সবথেকে বিপজ্জনক ব্যক্তি ‘ হুইসেলব্লোয়ার’ ড্যানিয়েল এলসবার্গ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সত্য ফাঁস করে গোটা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দেওয়া এলসবার্গের পরিবার জানিয়েছে, বেশ কিছু দিন ধরে অগ্ন্যশ্রাবের ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। শুক্রবার ক্যালিফোর্নিয়ার কেনসিংটনের বাড়িতেই মারা যান প্রাক্তন এই কূটনীতিক। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।ভিয়েতনাম যুদ্ধের সত্য ফাঁস করে গোটা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। পেট্টাগনের গোপন নথি (পেট্টাগন পেপার্স) জনসমক্ষে এনে আমেরিকার সবথেকে বিপজ্জনক ব্যক্তির তকমাও পেয়েছিলেন। শুক্রবার প্রয়াত হন সেই ‘ ড্যানিয়েল এলসবার্গ।মার্কিন সামরিক বিভাগে দীর্ঘদিন আনালিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। ১৯৭১ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সংক্রান্ত পেট্টাগনের একগুচ্ছ নথি ফাঁস করেছিলেন তিনি। প্রকাশিত হয় সেই বিশ্ফোরক ‘ পেট্টাগন পেপারস’। প্রায় ৭ হাজার পাতার সেই নথিতে ভিয়েতনাম যুদ্ধ যে আমেরিকার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, সেই তথ্য প্রকাশে আসা।গত মার্চ মাসেই ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন ড্যানিয়েল এলসবার্গ। পেট্টাগন পেপার্স নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, ১৯৬৯ সালে আমি যখন পে ট্টাগনের নথি নকল করছিলাম, তখন মনে হয়েছিল গোটা জীবন আমাকে জেলেই কাটাতে হবে।ভিয়েতনাম যুদ্ধ সংক্রান্ত গোপন তথ্য জানতে পেয়ে তিনি মনে করেছিলেন, আসল তথ্য দেশবাসী জানলে রাজনৈতিক চাপে যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের হাতে তিনি সব গোপন নথি-স্টক তুলে দেনা। যার ভিত্তিতে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় ‘ পেট্টাগন পেপারস’। পরে ‘ দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট’ও সেই নথি হাতে পায় ও প্রকাশ করে। মার্কিন সংবাদপত্র দু’টিতে এই প্রতিবেদনের প্রকাশ কথতে আসরে নেমেছিল সেনেডেট রিচার্ড নিম্ননের প্রশাসন। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে ‘এসপিএনজ বা গুচচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে যায় সেই মামলা।

বিশ্বকাপ উপলক্ষে সেজে উঠছে ইডেন, সেপ্টেম্বরেই পরিদর্শনে আসছেন আইসিসি কর্তারা

কলকাতা, ১৮ জুন : আর চার মাস পর ভারতের মাটিতে শুরু হচ্ছে একদিনের বিশ্বকাপ। সেই উপলক্ষে ইডেনেও থাকছে বেশ কয়েকটি ম্যাচ। তাই ক্লাব হাউজের গ্যালারি সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য রকের কাজও চলছে জোরকদরে। ইডেনের প্রধান গেটটার রূপটিও বদলে ফেলা হচ্ছে। এছাড়া একেবারে নীচে ড্রেসিংরুমের সামনের পোশালটাও বদলে ফেলা হচ্ছে। মোটাটুটি ইডেনের সব কিছুই নতুন ভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।গত বছরই নন্দনকানন ইডেনকে কিভাবে নতুন রূপে তুলে ধরা হবে তার পরিকল্পনা শেষে রেখেছিল সিএবি। বাংলার ক্রিকেট সংস্থার পুরনো ক্রিকেটি নীল নকশা তৈরি করেছিল। সেই মতোই কাজ শুরু হয়েছে। অত্যাধুনিক ভাবে গড়ে তোলা হবে ক্রিকেটের নন্দনকাননকে। আরও বাঁ চাককে দেখাবে ইডেনকে। মেঝে জুড়ে থাকবে মার্বেলের কাজ। সিলিংয়ে থাকা আলোগুলোও হবে আরও উজ্জ্বল। কয়েকদিন আগেই সিএবির নতুন মিডিয়া সেন্টারের উদ্বোধন হয়। প্রেস বক্সও নতুন ভাবে তৈরি করা হয়েছে। ড্রেসিংরুমটাকেও ভালোভাবে তৈরি করার জন্য জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ইডেনের সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করেন সিএবির কর্মকর্তারা। কারণ সেপ্টেম্বরটির ইডেন পরিদর্শনে আসবেন আইসিসির প্রতিনিধিরা। তাদের সবুজ সংকেত মিললে তবেই ইডেনে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজিত হবে।

কলকাতা,১৯জুন সোমবার, ৩ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৯জুনঃ ২০২৩, ৫৩৮ চৈতন্যদ, কলিঃ৫২১২৩, সৌরঃ ৩ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মঘসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭১ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্বাদ্বাঃ, বাংলাদেশঃ৩ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৩ আষাঢ়মাস ১৯৪৪,মৈতৈঃ১১ শজিব্ব, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গণতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৫ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র বর্ষা(বিষ্ণুগুপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ৮ঃ০১ দং ৪৫ঃ৮ঃ৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্ণিমুখঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৪ঃ৩০ পর্যন্ত,তারপর ১২ঃ ৫ঃ৩০ঃ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত,তারপর ০ঃ৩০ঃ০২ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত,তারপর ০ঃ৩০ঃ০২ থেকে - ০৫ঃ১২ঃ০৬ পর্যন্ত,তারপর ১২ঃ ৫ঃ৩০ঃ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কাজঃগুজরাটের কচ্ছ জেলায় উদ্ধার কাজে নিযুক্ত এনডিআরএফ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষা করে তাদের প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাাও মান্ধীর কাথদা গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষদের হালচাল সম্পর্কে খোঁজখবর নেন অমিত শাহ। তিনি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গেও দেখা করেন।

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৮.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০২এক্স্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়।আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে আর্দ্রতার। জেলায়- সকল ৯ টি ২০ মিনিট এবং রোজুট ২০মিনিট হতে। ভাটা-সকল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টি ২০ মিনিট।সূর্যউদয় আজঃ ৪ টি ৫৭মিনিট এবং সূর্য অস্ত্য যাবে ৬ টি ১৬ মিনিটে পরিবর্তনহতেপারে

মেঘরশিঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন।। বৃষভ রাশিঃআপনার অকণ্ট এবং নিন্তীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারকে আঘাত করতে পারে।। মিথুন রাশিঃসংসারে শান্তি।পরিপ্রশ্নের বিকল্প নেই।। কর্কট রাশিঃবিশেষ করে। শুভ। চাকরির সুযোগ আছে।আজথেকে সিংহ রাশিঃআধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। শুভ দিন।। কন্যা রাশিঃমানসিক শাণির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আপনার লাবি এবং ভবিষ্যৎ পারদর্শীতার জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। শুভ দিন।। বিশ্বকাপ উপলক্ষে সেজে উঠছে ইডেন, সেপ্টেম্বরেই পরিদর্শনে আসছেন আইসিসি কর্তারা
--

তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষে নিহত কর্মীদের বাড়িতে গেলেন তৃণমূল নেতৃত্ব

দূরন্ত বার্তা, ভাঙড ও জীবনতলা, ১৮ জুন : গত বৃহস্পতিবার দক্ষিন ২৪ পরগনার ভাঙড ২ রকে মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে আইএসএফ ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দুই তৃণমূল কনী ও একজন আইএসএফ কর্মীর মৃত্যু হয়। রবিবার সেই নিহত তৃণমূল কর্মী রাজু নন্দ্বর ও রসিদ মোল্লার পরিবারের সাথে দেখা করতে আসেন রাজা যুব তৃণমূলের সভাপতি সায়নী ঘোষ ও রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহশিিস চক্রবর্তী। পরিবারের সাথে দেখা করে পাশে থাকার বার্তা দেন। এই দুই নেতৃত্ব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা ভাঙড বিধানসভার তৃণমূলের অবজারভার ও ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা, ভাঙডের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের মতো নেতৃত্ব। এদিন প্রথমে ভাঙডের বাননঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটগাছায় পৌঁছেন তাঁরা। সেখানে নিহত রাজু নন্দ্বরের বাড়িতে যান সকলেই। পরিবারের সাথে দেখা করে সমবেদনা জানান ও দল পাশে আছে সেই বার্তাও দেওয়া হয় পরিবারকে। এদিন কিছু আর্থিক সাহায্যও এই পরিবারগুলিকে দেওয়া হয় দলের তরফ থেকে। সায়নী, শওকাত মোল্লা সকলেই কার্যত একযোগে আইএসএফকে নেরেন এদিন। নওসাদ ভাঙডের মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন বলে দাবি দানের। নিহত রাজু নন্দ্বর ভাঙডেরই বাসিন্দা বলে দাবি করেন শওকাত মোল্লা। যদিও ৬ দিন আগে নওসাদ বিসিফকে এখানে এসে জানিয়েছিলেন তৃণমূলের যারা খুন হয়েছে তাঁরা কেউই ভাঙডের বাসিন্দা নয়। তৃণমূলের আরও দাবি, এখানে বিজেপি, সিপিএম ও আইএসএফ এক হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। এদিন ভাঙডের পাশাপাশি সেদিনের প্রশ্ন তোলে স্নেহশিিস চক্রবর্তী। রাজপাল সংবিধান বিরোধী কাজ করছেন, রাজপাল কখনোই কেউটোল রুম খুলতে পারেন না বলে দাবি তাঁরা। রাজ্য সরকারকে অন্ধকারে রেখে তিনি তাঁর এই কর্মকাণ্ড করছেন বলেও অভিযোগ করেন পরিবহণ মন্ত্রী। এদিন ভাঙডের পাশাপাশি সেদিনের সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত জীবনতলার বাসিন্দা রশিদ মোল্লার পরিবারের সাথেও দেখা করেন তৃণমূলের এই প্রতিনিধি দল। তাঁদের পাশে থাকার বার্তাও দেন এই নেতৃত্বরা। নিহতদের সন্তানদের পড়াশুনার দায়িত্বও দল নেবে বলে জানান তাঁরা।

কংগ্রেস প্রার্থীর প্রস্তাবককে মারধোর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ



অভিযন্ত হাজারী, আমতা,১৮ জুন : আমতা ২ নং ব্লকে কংগ্রেস প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন বি ডি ও অফিসে কংগ্রেস প্রার্থীর প্রস্তাবককে হুমকি দেওয়া ও মারধোর করার অভিযোগ উঠেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। ঘটনা প্রসঙ্গে আমতা কেন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি তথা এবারের ত্রিভূরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাওড়া জেলা পরিষদের ৩৫ নং আসনের প্রার্থী কাজী আকবর ইসলাম বলেন, ভাটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা আমতা ২ বি ডি ও অফিসে কংগ্রেস প্রার্থীর প্রস্তাবকদের হুমকি দেওয়া, মারধোর করার এমনকি প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়াবি ডি ও অফিসের যেখানে সি সি টি ভি ক্যামেরা নেই সেখানে উত্তর ভাটোরার ৭ নং বুথের গায়েন পাড়ার ভোলানাথ দর্জি কে নিয়ে গিয়ে মারধোর করে, প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। পঞ্চায়েত সমিতির আর এক কংগ্রেস প্রার্থীর প্রস্তাবককে ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আমি ফোন মারফত খবর পেয়ে যখন আমতা ২ নং ব্লক অফিসে আসি তখন বিরোধীরা কাজ করে ফেলেছে।আমি এই পরিস্থিতিতে বি ডি ও র সঙ্গে কথা বলতে চাইলে বি ডি ও মিটিং এ বাহানা দেয়। বাব্বার আর আমের কলমে তিনি মিটিং এর বাহানা দিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বলেন’ । তিনি এও বলেন, ‘ উত্তর ভাটোরার মানুষ ভীত দস্তদু হয়ে আত্মশোশক দলের নেতা,কর্মী-সমর্থকরা মানুষকে ভোট না দিতে বাওড়ার হুমকি দিচ্ছে। তাঁদের বলা হচ্ছে ভোট দিতে গেলে বাড়ি ভাঙুর করা হবে, লুটপাট করা হবে। মারধোর করার হুমকি সহ প্রাণনাশের ভয় দেখাচ্ছে।আমরা পুরো বিষয়টি আমাদের কংগ্রেসের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করছি।

অটোর দৌরাতে এক মহিলার হাত কাটা পড়লো

মতিহার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৮ জুন : অটোর দৌরাতে এক মহিলার হাত কাটা পড়লো। গত শনিবার সকালে ঘটনায় ঘটে উলুবেড়িয়ার ওটি রোডের উপর দেলুইপায়ে। রোব মন্ডল বাকসি কলোনি ৪০বছর নামে মহিলা বাড়ি শামপুরের মোহিনী মোড়ে, তিনি উলুবেড়িয়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোম কাজ করেন, বাড়ি থেকে বের হয়ে অটোয় চেপে কাজে যাচ্ছিলেন, অটোর সঙ্গে লরিখ ঘষা লাগায় মহিলার হাত কাটা পড়ে, স্থানীয়রা নিকটবর্তী উলুবেড়িয়া উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন,পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন : অ্যাসেলিভ এডুকেশ্যার লিমিটেড এবং ট্যালি এডুকেশন প্রাইভেট লিমিটেড এর মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর হল। এই সমঝোতার (এম.ও.ইউ.) মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তিদের একাউন্টিং ট্যাক্সেশন এবং ট্যালি প্রাইম সফটওয়্যারের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যার মধ্যে দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা কর্মসংস্থানের উপযোগী হয়ে উঠবে। প্রশিক্ষিতরা পারে একটি বিশেষ শংসাপত্র। ট্যালি এডুকেশন প্রাইভেট লিমিটেড (টি.ই.পি.এল.) হল ট্যালি সলিউসানের একটি সার্বসিড়িয়ারী যারা কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং এর উপর বিভিন্ন রকম কোর্স এবং শংসাপত্র প্রদান করে। টি.ই.পি.এল. শংসাপত্রের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নতুন কাজের সুযোগ, যা তাদের ভবিষ্যতের পেশাদার হতে সাহায্য করে। টি.ই.পি.এল. প্রতিষ্ঠানসমূহ, কলেজ, সরকারি বিভাগ এবং পটনামাদের সাথে সমঝোতা করে তৈরি করে। ভবিষ্যতের কর্মশক্তির দক্ষতা এবং বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা। অ্যাসেলিভ এডুকেশ্যার লিমিটেড একটি এন.এস.ডি.সি. অনুমোদিত প্রশিক্ষণ পটনার, যা দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই সমঝোতার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে একটি দক্ষকর্মশক্তি তৈরির পরিকল্পনা।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে ‘অস্মান দত্ত’-এর জন্মশতবর্ষ দিবস

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন : কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সল্টলেক ক্যাম্পাস রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভবনে গত শনিবার ‘দেশকাক্তম’ অধ্যাপক অস্মান দত্তের শততম জন্মবার্ষিকী পালিত হল। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’ এবং ‘রেখা চিত্রম’। সভায় সভাপতি ভাষণ দেন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক স্বপন প্রামাণিক এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক সত্যব্রত চক্রবর্তীও অস্মান দত্ত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভার মুখ্য বক্তা ছিলেন আশিষ লাহিড়ী। বিষয় ছিল ‘ অধ্যাপক অস্মান দত্তের চাচো রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী’।

উপস্থিত ছিলেন রেখাচিত্রমের অধ্যক্ষ অরুণ কুমার চক্রবর্তী। আলোচনার শেষে অস্মান দত্তের ওপরে একটি তথ্য চিত্র দেখানো হয়। সেই তথ্য চিত্রটির নাম “মনোলাগ-অস্মান ও দ্য আনোনেস প্লান্টেট”। অধ্যাক অস্মান দত্ত অর্থনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ের বাইরে যে একটি বিশাল জগত রয়েছে সেই সম্পর্কে তিনি



যথেষ্ট গুয়াকিহবাল ছিলেন। তিনি একা থাকতে খুবই ভালোবাসতেন। একা থাকার মধ্যে একটি অনন্য অনুভব করতে পারতেন একটি তাঁর কা মাথো দিয়ে রেরা পড়ে। তিনি নিজেই বলেছেন, আমার এই একার

আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করল ড. জয়ন্ত চৌধুরীর গবেষণামূলক গ্রন্থ আন্দামানে নেতাজি

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন : ভারতে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের অনেক আগেই ১৯৪৩ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার এ অখন্ড ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত প্রথম আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ত্রিবর্ষ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। মাতৃ বিয়োগের সংবাদ বুকে নিয়ে নেতাজি সেদিন মুক্তি তীর্থ আন্দামানের সেলুলার জেল পরিদর্শন করেন। আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপ দুটির নামকরণ করেছিলেন শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ও আজাদ হিন্দ সরকারের প্রশাসনকে সেই সময় কী প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছিল সে ব্যাপারে এই প্রথম গবেষণামূলক গ্রন্থ আন্দামানে নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে দীপ প্রকাশনীর প্রেক্ষাগৃহে। বইটি লিখেছেন নেতাজী বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন জাদু সম্রাট ড. পি.সি. সরকার জুনিয়র, বাংলাদেশের গবেষক ও ভারতে নেতাজি জয়ন্তী উদযাপনে



গঠিত প্রধানমন্ত্রীর হাই পাওয়ার কমিটির সদস্য ম.আশরাফুল ইসলাম, দীপ প্রকাশনীর সিইও সুকন্যা মণ্ডল,কল্পনা মন্ডল প্রমুখ। ড.জয়ন্ত চৌধুরী জানান, এক সময় আন্দামানে জাপানি সেনারা ব্রিটিশ চক্রান্তের শিকার হয়ে ব্রিটিশ স্পাই সন্দেহে আজাদ হিন্দের ৭১ জন সক্রিয় সমর্থককে হত্যা করেছিল। নেতাজির কাছে এই সংবাদ বিশেষ কৌশলে পৌঁছানোর পর বন্দি থাকা প্রায় ৬০০ জনের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন তিনি। ড.চৌধুরী উল্লেখ করেন, আন্দামানের কুখ্যাত ভাইপার দ্বীপে যেখানে

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সমর্থক হিসাবে জগন্নাথমাণ পুরীর মহারাজ গজপতি কিশোর সিং দেও নির্ধাতনে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে যান অখন্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আজাদ হিন্দ ফৌজের শহিদদের প্রস্তর ফলকে নামাঙ্কিত আজাদ হিন্দ মেমোরিয়াল পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেন ড. জয়ন্ত চৌধুরী। বাংলাদেশের আশরাফুল ইসলাম নেতাজি চর্চা ও ভারতী উপমহাদেশে নেতাজীর প্রাসঙ্গিকতার উল্লেখ করেন।

সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন : গত কয়েকদিনে রীতিমতো গরমে নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল শহরবাসীরা। তবে রবিবার সন্ধ্যাহের শেষ দিন এর স্বস্তির বার্তা। আজ অর্থাৎ ১৮ তারিখ স্বস্তির বৃষ্টি পেতে পারে একাধিক জেলা। সন্ধে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। কলকাতায়ও রয়েছে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। পাশাপাশি তাম্রাত্রাও কিছুটা কমবে।যদিও পশ্চিমের কিছু জেলায় আজও হতে পারে তাপপ্রবাহশনিবারও শহরে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গতকাল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের

করেছে বর্ষা। সেখানে একাধিক জেলায় চলেছে বৃষ্টিপাত। রবিবার ছুটির দিনে ভিজবে দার্জিলিং। সেখানে ভরী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। এছাড়াও জলপাইগুড়ি, কলিঙ্গপা, আলিপুরঝুড়ার এবং কোচবিহারেও হতে পারে ভরী বৃষ্টি।চলতি বছর গোটা দেশে বিলম্বে প্রবেশ করেছে বর্ষা। এর অন্যতম বড় কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে আরব সাগরে তৈরি হওয়া সাইক্লোন ‘বিশ্বর্ষ’। এদিকে হাওয়া অধিন সূত্রে খবর, প্রায় ৭২ ঘণ্টা মালদায় আটকে সৈম্ধী বায়ু। ১৯ অর্থাৎ সোমবার থেকে তা অস্তরঙ্গ হওয়া শুরু করবে এবং ২১ জুনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করবে বর্ষা। ফলে ১৮ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের প্রবেশও বজ্রবিদ্যুৎও রবিবার পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে, জানা যাচ্ছে এমনটাই।

বিতর্কে ‘আদিপুরুষ’, হাওড়ায় গোলাবাড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুন : বিতর্কে ‘আদিপুরুষ’, হাওড়ায় গোলাবাড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ। করা হলো একুআইআর। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ‘আদিপুরুষ’ ছবির ডায়ালগ নিয়ে ইতিমধ্যেই সারা দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। হাওড়াতেও প্রতীকী গদা নিয়ে বিক্ষোভ হওয়া থানার সামনে। রবিবার দুপুরে এই নিয়ে গোলাবাড়ি থানায় অভিযোগ দাখল করা হয়। মানব জয়সোয়ার নামের এক ব্যক্তি বেশ কিছু লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে এদিন স্লোগান দিতে দিতে এসে গোলাবাড়ি থানার সামনে আসেন। এরপর থানায় একুআইআর করেন। এদিনের আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকা মানব জয়সোয়ার

আরামবাগে সিপিএম প্রার্থীকে পদ প্রত্যাহারের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে

দূরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১৮ জুন : আরামবাগের প্রাক্তন সাংসদ তথা সিপিএম নেতা শক্তিমোহন মালিকের গ্রামে চলল ব্যাপক পঞ্চায়েত ভোটের লড়াইছিলেন সিপিএম মহিলা প্রার্থী নাসিমা বেগম। তাঁকেই চুলের মুঠি ধরে ব্যাপক মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। কাঠগড়ায় শাসকদল। এমনকী মনোনয়ন প্রত্যাহার না করে দ্বিগুণ প্রাশের সমস্ত কিছু হুমকি তর্কে বর্ধিত করে রাখারও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

পাশাপাশি নাসিমা বেগমের দেওরের হাত মেরে ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। এছাড়াও মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে গ্যাস সিলিভার খুলে পুড়িয়ে মেরে ক্যান্স হবে বলেও শাসনো হয়েছে। বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে বাড়ি। এদিকে ঘন্টার কাজ জানতে পেরে রবিবার তাদের প্রার্থীর বাড়িতে হাজির হন প্রাক্তন সাংসদ শক্তিমোহন মালিক, সিপিএম নেতা সুশান্ত মণ্ডলসহ একাধিক নেতাকর্মীরা। দ্বারস্থ হচ্ছেন থানার।

আপ, শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে পুলিশে একুআইআর করা হবে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আম আদমি পাটি পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দিতা না করার সিদ্ধান্ত নিলেও দলের নাম করে কারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে তা চিহ্নিত করতে দল উদ্যোগী হয়েছে। নির্বান কমিশনের হিসাবে যে ১৩ জন আপ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তাদের পরিচয় ও ঠিকানা জানতে চেয়ে দলের তরফে কমিশনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। জাতীয় কমিটির অনুমোদন ছাড়াই মনোনয়ন জমা দেওয়ার শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশে একুআইআর করা ছাড়াও রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

কলকাতা-আগরতলা বিশেষ আজ পুনঃনির্ধারিত

কলকাতা, ১৮ জুন : সংশ্লিষ্ট ডাউন লিঙ্ক ট্রেনের দেরিতে পৌঁছানোর কারণে, ০২৫০১ কলকাতা-আগরতলা পেন্সাল কলকাতা থেকে ২২,৪৫ টায় ছেড়ে যাবে। আজ (১৮.০৬.২০২৩) এর নির্ধারিত সময় সময়ে ২১,৪০ টার পরিবর্তে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

গোরখপুর-হায়দরাবাদ সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের সময়কাল বৃদ্ধি

গোরখপুর, ১৮ জুন : গ্রীষ্মের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিডের পরিবেশকে, রেলওয়ে প্রশাসন ০২৫৭৫। ০২৫৭৬ হায়দরাবাদ-গোরখপুর-হায়দরাবাদ সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের চলার সময়কাল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলস্বরূপ, ০২৫৭৫ হায়দরাবাদ-গোরখপুর সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি প্রতি শুক্রবার হায়দ্রাবাদ থেকে ২৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত চলবে এবং ০২৫৭৬ গোরখপুর-হায়দরাবাদ সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ২৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার ২১.০৫ মিনিটে হায়দ্রাবাদ ছাড়বে, সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ২১.৩০ টায়, কিশুগেট ২৩.১৯ টায়, পেন্দাপল্লী ০০.১০ টায়, মানচির্বালাহরে ০৩.০৩ টায়, পরের নাগপুর দিন ০৬.২৫ এ, ইটরসি থেকে ১২.০৫ এ, ভোপাল থেকে ১০.০২ এ, বীরাঙ্গনা রানি লক্ষ্মীবাই জং। এটি ওরাই থেকে ১৯.৫৫ ঘটিকায়, পোখারানন ২১.০০ টায়, কাণপুর সেন্ট্রাল ২৩.০৫ টায়, অহিাবাগ ০০.৫৮ টায়, লখনউ সিটি ০১.১০ টায় এবং গোড়া ০৩.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং ০৩.৫০ টায় গোরখপুরে পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০২৫৭৬ গোরখপুর-হায়দ্রাবাদ সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ৩০শে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি রবিবার ০৮.৩০ ঘটিকায় গোরখপুর ছেড়ে যাবে।

তারকেশ্বর লাইনে একাধিক ট্রেন বাতিল, চরম দুর্ভোগ

দূরন্তবার্তা,গলি, ১৮ জুন : হুগলির তারকেশ্বর লাইনে বাতিল একাধিক ট্রেন। রবিবার ছিল ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ। তাই প্রশিক্ষণ শিবিরে ঠিক মত পৌঁছাতে অনেকই সাতসকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। স্টেশনে পৌঁছে ভোগান্তির শিকার হলেন তারকেশ্বর লাইনের ভোটকর্মীরা। বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল হওয়ায় অনেকেই চরম হরারানির মুখে পড়েন। শেওড়াফুলি স্টেশন থেকে শেষ আপ তারকেশ্বর লোকাল যায় সকাল ৯ টায়। তারপর থেকে মাঝের তিনটি ট্রেন বাতিল করা হয়। এদিন রেল থেকে সকাল ৯টা ৪২ মিনিটের আপ তারকেশ্বর লোকাল, ১০টা ৩২ মিনিটের আপ আরামবাগ লোকাল ও ১০টা ৫৭ মিনিটের আপ তারকেশ্বর লোকাল বাতিল করা হয়। এর ফলে ভোট কেন্দ্র পৌঁছাতে কলকাতা, ব্যান্ডেল, নৈহাটি থেকে আসা ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়।



দুর্ভোগে পড়া যাত্রীরা জানান, প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার কথা ছিল সকাল সাড়ে দশটায়। শেওড়াফুলি থেকে ট্রেন বদলে গন্তব্য পৌঁছানোর কথা। কারও গন্তব্য সিদ্ধুর মহামায়া বিদ্যালয়, কারও হরিপাল বিবেকানন্দ কলেজ আবার কারও তারকেশুরে। কিন্তু ট্রেন বাতিলের জেরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সময় মতো পৌঁছাতে পারেননি তাঁরা। অনেকেই বিকল্প রাস্তায় যাওয়ার চেষ্টা করলেও যানবাধন পাননি। শুধু ভোট কর্মীরাই নন, সমস্যায পড়েন বহু সাধারণ যাত্রী। শেওড়াফুলি স্টেশনের এক অধিকারির জানান, রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শনিবার রাতেই বিভিন্ন স্টেশনে মাইকিং করে যাত্রীদের সেকথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মথুরাপুরে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ, গুরুতর জখম ১

মথুরাপুর, ১৮ জুন : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে বোমা বাঁধতে গিয়ে বোমা ফেটে গুরুতর জখম এক যুবক। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মথুরাপুর থানার পুলিশ। কী কারণে এই বোমা বিস্ফোরণ তা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে। রবিবারের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মথুরাপুর থানার ষোড়াদল এলাকায়।জানা গিয়েছে, আহত যুবকের নাম আরিফ হোসেন মোল্লা। রবিবার বাড়ির কাছেই বোমা বাঁধার কাজ করছিলেন ওই যুবক। তখনই আদমকা বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গুরুতর জখম অবস্থায় আরিফকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি।

ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার দক্ষিণ ২৪ পগনার বাসন্তী থেকে

দূরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১৮ জুন : রাতেই বোমা বাঁজি, আর সকালেই ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার বাসন্তী থেকে। শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত কটালবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এরপর রবিবার সকালে এলাকার একটি নির্মিয়মাণ বাড়ির মধ্যে বোপ থেকে উদ্ধার হয়েছে এক ব্যাগ তাজা বোমা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ব্যাগে ৬ থেকে ৭ টি বোমা রয়েছে। আপাতত ব্যাটিককে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। কে বা কারা এই বোমা ভর্তি ভাগ এখানে রেখে গিয়ে, শনিবার রাতেই বা কারা এলাকায় বোমাবাজি করল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER
ABRIDGE NIT
The Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-1, Borough-III, KMC invites E-tender online percentage Bid system for the following works:
1) NIT No.: LTG/93/WD-31/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Supply & delivery of different wattage of LED light fittings for long pole & mini pole at different places in ward no.31 ; Estimated Amount: Rs.2,99,389.58 ; Earnest Money: Rs.6,000.00 ; Period of Completion: 7 Days ;
2) NIT No.: LTG/55/WD-31/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Repairing of street lighting system at C.I.T. Road, S.K. Daw Lane & other areas in ward no.31 under Borough-III ; Estimated Amount: Rs.1,94,568.42 ; Earnest Money: Rs.4,000.00 ; Period of Completion: 45 Days ;
3) NIT No.: LTG/56/WD-32/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Repairing of street lighting arrangement at 3, Srikrishna Colony, Muraripuruk Road & other areas in ward no.32 under Borough-III ; Estimated Amount: Rs.1,88,169.06 ; Earnest Money: Rs.3,800.00 ; Period of Completion: 45 Days ;
4) NIT No.: LTG/91/WD-32/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Supply & delivery of different wattage of LED light fittings for long pole & mini pole at different places in ward no.32 under Borough-III ; Estimated Amount: Rs.2,98,002.56 ; Earnest Money: Rs.6,000.00 ; Period of Completion: 7 Days ;
5) NIT No.: LTG/92/WD-33/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Supply & delivery of different wattage of LED light fittings for long pole & mini pole at different places in ward no.33 under Borough-III ; Estimated Amount: Rs.2,96,615.54 ; Earnest Money: Rs.6,000.00 ; Period of Completion: 7 Days ;
6) NIT No.: LTG/78/WD-33/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Improvement of lighting arrangements at 47, Chaulpatty Road Temple in ward no.33 ; Estimated Amount: Rs.2,70,966.68 ; Earnest Money: Rs.5,500.00 ; Period of Completion: 30 Days ;
7) NIT No.: LTG/54/WD-33/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Repairing of Street lighting arrangement at Janmenjoy Road, 106, 75 B.M. Road & other areas in ward no.33 under Borough-III ; Estimated Amount: Rs.1,98,804.36 ; Earnest Money: Rs.4,000.00 ; Period of Completion: 30 Days ;
8) NIT No.: LTG/82/WD-35/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Supply & delivery of different wattage of LED light fittings for long pole & mini pole at different places in ward no.35 ; Estimated Amount: Rs.4,95,178.76 ; Earnest Money: Rs.10,000.00 ; Period of Completion: 10 Days ;
9) NIT No.: LTG/57/WD-35/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Repairing of street lighting arrangement at N.M. Road, Panchanan Mitra Lane & other areas in ward no.35 under Borough-III ; Estimated Amount: Rs.1,94,919.90 ; Earnest Money: Rs.4,000.00 ; Period of Completion: 45 Days ; Last Date & Time of submission of Bids: 01.07.2023 at 12 Noon (for Sl. No. 1 to 9) ; The bid forms and other details are available on and from 17.06.2023 at 12 Noon from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 9).
10) NIT No.: LTG/66/WD-33/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Repairing & maintenance work of street lighting system at Canal Circular Road, Gorapada Sarkar Lane & other places in ward no.13 ; Estimated Amount: Rs.1,96,196.54 ; Earnest Money: Rs.4,000.00 ; Period of Completion: 30 Days ;
11) NIT No.: LTG/68/WD-13/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Supply & delivery of LED lights at U.M. Road & different places in ward no.13 ; Estimated Amount: Rs.1,98,228.87 ; Earnest Money: Rs.4,000.00 ; Period of Completion: 20 Days ;
12) NIT No.: LTG/67/WD-30/BR-III/Z-1/23-24 Name of the Work: Repairing work of street lighting system at Kankurgachi Road, Atal Behari Bose Lane & other places in ward no.30 ; Estimated Amount: Rs.2,98,241.01 ; Earnest Money: Rs.6,000.00 ; Period of Completion: 20 Days ; Last Date & Time of submission of Bids: 04.07.2023 at 12 Noon (for Sl. No. 10 to 13) ; The bid forms and other details are available on and from 16.06.2023 at 5 PM from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 10 to 13).
29/9/23-24

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বাতাঁ

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৯৯ সংখ্যা, সোমবার, ৩ আষাঢ় ১৪৩০

গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য গণতন্ত্রকে হত্যা

বাংলার গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে বন্ধপরিকর হয়েছেন রাজাপাল আনন্দ বোস। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যেভাবে রক্ত ঝরলো তা নিয়ে সবাই একেবারে মুখ বন্ধ করে বসে রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের নাম করে যেভাবে হিংসা চার দিকে ছড়িয়ে

সম্পাদকীয় ১

ভয়ঙ্কর রকমের ভীতা। তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। গণতন্ত্রের নাম করে এখন সর্বত্র হিংসা ছড়াতে শুরু করেছে। বাদ নৈই ব্রিটেন এবং আমেরিকা। সেখানেও গণতন্ত্রকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়াতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেট ট্রাম্প যেভাবে গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরে ছিলেন তাতে সুখ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরবে কি না বলা খুবই মুশকিল। একবার গণতন্ত্রের নাম করে হিংসা ছড়াতে শুরু করলে তাকে দমন করা একেবারে অসম্ভব। ট্রাম্প যেভাবে বিচার ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আমেরিকার গণতন্ত্র আজকে প্রশ্নের মুখে পড়তে শুরু করেছে। হিংসা কীভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারে তার পথটা দেখালেন ট্রাম্প। তার আগে বাংলার বিধানসভায় এই রকম একই ধরনের ধ্বংসের কাণ্ড দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বিধানসভার চেয়ার টেবিল ভাঙুর শুরু হয়েছিল। বাম আমলে তখন বিরোধী দল ছিল শাসক দল। তাদের বিধায়কেরা এই রকম ভাঙুরে চালিয়ে ছিল। যদিও বাম দলের নেতারা এর আগে বহু ধ্বংসলীলা বাংলায় শুরু করে দিয়েছিল। খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ট্রাম গাড়ি পোড়ানোর ইতিহাসটা এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে চলবে না। বাম দলের নেতারা তখন জঙ্গি আন্দোলনের ডাক দিতে শুরু করেছিল। আর তার সুযোগটা গ্রহণ করেছিল নকশালরা। তারা আরও বেশি বোপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করে। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থটিকে একেবারে ভেঙে দিয়েছিল এই সব তথাকথিত বাম দলের নেতারা শিক্ষা ওপরে বারবার আঘাত করতে শুরু করে। যদিও আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেট শিক্ষার ওপরে কোনও অগণতান্ত্রিক আক্রমণ করেননি। তার ফলে আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি। কিন্তু বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে যেভাবে অগণতান্ত্রিক আক্রমণ হতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার কোঁর একেবারে ভেঙে পড়ে গেল। কিন্তু একটুও নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছিল। বর্তমানে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা তো একেবারে মরদেহে পরিণত হতে শুরু করেছে। শিক্ষার নাম করে যেভাবে আর্থিক জালিয়াতি হয়েছে তাতে বাংলার ক্ষতি হয়নি তা নয় বাংলার প্রতিটি নাগরিকদের ভবিষ্যতের জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়েছে। দেশকোত্তম অল্পন দে একটি বই লিখেছিলেন ১৯৫৩ সালে। সেই বইটির নাম হচ্ছে ‘মর ডেমোক্রেসি’। অধ্যাপক অল্পন দত্তের খুবই ইচ্ছা ছিল এই বইটির ভূমিকা লিখে দিক বিশ্ব বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। কিন্তু তিনি এত বেশি ব্যস্ত যে তাঁকে আর বিরক্ত করতে মন চাইছিল না অল্পন দত্তের। সেই কারণে তিনি আইনস্টাইনকে বইটির ভূমিকা লিখে দেওয়ার কোনও অনুরোধ করতে পারেননি। তবুও আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন যে এই বইটি সারা বিশ্বে বহুল প্রচার হওয়ার খুবই প্রয়োজন।

বাংলার গণতন্ত্র আজ কোন অবস্থায়

শিমবঙ্গের গণতন্ত্র আজকে কোনও অবস্থায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তার পর্যালোচনা করার খুবই প্রয়োজন। রাজনৈতিক হিংসা হয়েছে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তার হাত থেকে বাংলা কবে রেহাই পাবে তা বলা খুবই মুশকিল। আগামী দিনে কী

সম্পাদকীয় ২

ইকোয়ালিটি এবং লিবার্টি কথাটা সংবিধানের প্রথম পাঠায় থাকলে চলবে না। তাকে জনগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সরকারকে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার কাকে বলে তার শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অধ্যাপক অল্পন দত্ত বলছেন, আলোচনার মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ ফটে ওঠে। আলোচনার করার পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। বিরোধী বা শাসক দলের নেতারা যাতে পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করতে পারে তাহলে তার মধ্যে থেকে গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। হিংসা দিয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না বা হিংসা দিয়ে গণতন্ত্রকে সরিয়ে ফেলা যায় না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থাকবে কি থাকবে না সেটা নির্ভর করে দেশের জনগণের ওপরে। বহু গণতান্ত্রিক দেশ এখন একদায়কতন্ত্রে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। গণতন্ত্রের নাম করে একচেটিয়া শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। এই গণতান্ত্রিক একচেটিয়া শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। নাহলে কী প্রকৃত গণতন্ত্র ফিরে আসবে না। ভারতের যে গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা তৈরি করে সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেই গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা কি আজও একই রকমভাবে বহাল রয়েছে? নাকি এর কোনও পরিবর্তন ঘটেছে। যাত্রের দশকের গণতন্ত্র আর আজকের একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র কি একইভাবে চলছে? নাকি এর কোনও রূপ পরিবর্তন হয়েছে। গণতন্ত্রিক কাঠামো আছে। কিন্তু তার মধ্যে রক্ত সঞ্চারিত হতে পারছে না। একটা বাধা তৈরি হতে শুরু করেছে। তার ফলে সঠিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার রূপটা গ্রহণ করা ঠিক মতো যাচ্ছে না। ভারত ৭৫ বছরের অধিক সময় স্বাধীনতা লাভ করেছে। তাহলে কেন অতীতের গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার মধ্যে আজকের গণতান্ত্রিক স্তিরার ফরাক ঘটে গেল? এর উত্তর কে দেনো। ক্ষমতাভোক্তারা এর কোনও উত্তর দেবে না নিশ্চয়।



স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করে তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের মাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে।

বাংলায় ভক্তি বিপ্লবে শ্যামাসঙ্গীত

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলায় শ্যামা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা রয়েছে। ভক্তিগীতির পাশাপাশি শ্যামা সঙ্গীতও বাংলায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পেরেছে। বৈষ্ণব পদাবলী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বড়ু চণ্ডীদাস, জয়দেব এবং শ্রীচৈতন্যের উদ্যোগে। ‘রামায়ণ’ গান এবং ‘মহাভারত’ পাঠে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। ‘রামায়ণ’ এবং ‘মহাভারত’ পাঠের পাশাপাশি বৈষ্ণব পদাবলী প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীকে নিয়ে এসেছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস এবং কবি জয়দেব। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব পদাবলী পণ্ডিতদের লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু শাক্ত পদাবলী বাংলায় জনপ্রিয় ছিল। বিশেষ করে তন্ত্রসাধক রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বাংলা সঙ্গীত জগতে নতুন ধারার প্রভাবিত করলেন। শুধু তিনি নন পাশাপাশি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। তবে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে তাঁর রাজসভার কবি করে নিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব যেমনভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলার একটি অন্যতম সঙ্গীতের অংশ হিসাবে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি সাধক রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে বাংলার সঙ্গীতেরে গ্লাবন এনে দিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গীতের মধ্যে বাউল এবং কীর্তনের সুর শোনা যেত। ‘আমি মন্ত্র তন্ত্র জানি নে মা’– তান্ত্রিক পরিবারের সন্তান হয়েও রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীর ভজনা করতেন। পূজা অর্চনা তিনি করতে জানতেন না। সারাদিন সঙ্গীত রচনা এবং সুর দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজসভাকে মুগ্ধ করে রাখতেন। তন্ত্র সাধনায় মন্ত্র পাঠ এর চেয়ে সঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে শ্যামার আরাধনা করার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁরা যেসব সঙ্গীত

রচনা করে গিয়েছিলেন তাকে আধুনিক রূপ দিয়ে গান গাইতে আরম্ভ করলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য। বলা যেতে পারে শ্যামা সঙ্গীতের আধুনিক রূপকার হচ্ছেন পান্নালাল ভট্টাচার্য। ‘মা আমার সাধ না মিটল, আশা না ফুরিল, সকলই ফুরায় যায় মা’–এই শ্যামা সঙ্গীতটি বাংলার ঘরে ঘরে এখনও শুনতে পাওয়া যায়। শ্যামা সঙ্গীতে যে কীর্তন এবং বাউলের সুর ছিল তাকে একেবারে বাদ দিয়ে আধুনিক সুর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে থাকলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য। তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর নিকট আত্মীয় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যও



শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। তিনি আধুনিক গানের শিল্পী থাকলেও তিনি শ্যামা সঙ্গীতকে বেশি করে প্রাধান্য দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে শ্যামা সঙ্গীত নিজের কণ্ঠে গেয়ে শোনাতেন। ঠাকুর নরেনের গলায় শ্যামা সঙ্গীত স্তব্ধতাে ভালোবাসতেন। দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে নরেনকে ঘিরে বহু ভক্ত তাঁর গান শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নরেনের গলায় শ্যামা সঙ্গীত শিল্পীরা বহু গান রচনা করেছেন। ‘দে মা আমায় তবিলদারী, আমি

দে’র কাকা কানা কেঁটা। কৃষ্ণচন্দ্র দে। তিনি দরাজ গলায় শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। নাট্যকার গিরিশ ঘোষও শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং সারদা দেবীকে শোনাতেন। গিরিশ ঘোষ বহু নাটকে শ্যামা সঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন। শ্যামা সঙ্গীত শুনতে সিস্টার নির্বোধিতা খুব পছন্দ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। বিপ্লবীদের প্রধান পূজা ছিল কালী পূজো। কালী পূজো যেমন ডাকাভাদের পূজো ছিল

নেমকহারাম নই মা শঙ্করী–এই সব গানের মধ্যে দিয়ে মাকে একেবারে আপন করে নেয়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পীরা। এক সময়ে আধুনিক গানের প্রভাবকে অতিক্রম করে শ্যামা সঙ্গীত বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল বলিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও বহু সময়ে আধুনিক গান ছাড়াও শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। কোকিল কণ্ঠী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ও শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন শ্রোতাদের অনুরোধে। আসলে শ্যামা সঙ্গীতটা বাংলার নিজস্ব ঘরনা। উচ্চাঙ্গের শ্যামা সঙ্গীত রচনা এবং তাতে আধুনিক হিন্দু ধর্মের বিশ্ব প্রচারক হবেন স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দু ধর্ম যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয় সেটা বিশ্বব্যাপী প্রচার করতে স্বামী বিবেকানন্দকে ঠাকুর দীক্ষামন্ত্র দিয়ে প্রস্তুত করেন। আর সমাজের মধ্যে আধুনিক ধর্মীয় শক্তিকে প্রসারিত করতে গিরিশ ঘোষকে ভক্তিবাদী নাটক রচনা, শ্যামা সঙ্গীত ও অভিনয় করতে উৎসাহিত করেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, গিরিশের মধ্যে যে শক্তি আছে তা যে কোনও সময়ে গোটা সমাজকে আলোড়িত করতে পারে। পরিবর্তন ঘটাতে পারে। গোটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম। গিরিশ ঘোষের মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে ছিল তার বর্ধিপ্রকাশ ঘটাতে ঠাকুর গিরিশকে মানসিক শক্তি দিয়েছিলেন। ভক্তি প্রেরাশ্রিত নাটক লিখতে উৎসাহিত করেতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। গিরিশ ঘোষের নাটকের মধ্যে দিয়ে নারী শক্তির জাগরণের সূত্রপাত দেখতে পাওয়া যায়। নারী শক্তিকে জগরিত না করতে পারলে সমাজের মঙ্গল হবে না। প্রেমময় জীবন প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে সমাজ সুন্দর থেকে সুন্দরতর হবে না সেটা বারবার গিরিশ ঘোষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তবে গিরিশ ঘোষ এবং স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার শ্যামা সঙ্গীতের নতুন সুরকে সংযোজন করতে শুরু করলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘দেশনায়ক’ নেতাজিই

বিশেষ প্রতিনিধি

নেতাজিকে নিয়ে জানার শেষ নেই। তাঁর সারা জীবনটাই হচ্ছে চর্চার বিষয়বস্তু। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় থেকে বিতর্কিত চরিত্রে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন পাশাপাশি তিনি যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন তখনও তিনি বিতর্কিত। তাঁকে নিয়ে এখনও সমানে বিতর্ক চলছে। তাঁর অন্তর্ধান নিয়ে আলোচনা কম হচ্ছে না। গঠিত হয়েছে কমিশন। সারা জীবন তিনি দেশের জন্য চিন্তাভাবনা করে গিয়েছেন। ভারতের বাসিন্দা হয়ে তিনি বৈষ্যমের শিকার হয়েছিলেন। সেটাই তাঁকে বেশি করে আঘাত করে। স্বাধীন দেশের নাগরিকদের যে অধিকার ছিল সেটা তিনি কোনও দিনই উপভোগ করতে পারেননি। ইংল্যান্ডেও থাকার সময়ে তিনি দেখছেন একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক যে মর্যাদা নিয়ে চলাফেরা করে পরাধীন দেশের নাগরিকেরা কিন্তু সেই সম্মান লাভ করতে পারে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে বিদেশি শিক্ষকেরা স্বদেশের ছাত্রদের প্রতি বিরূপ। তার একটি মাত্র কারণ তাদের গায়ের রং কালো। নেটিভ ভারতবাসী। এটাই ছিল ব্রিটিশদের মূল বক্তব্য। ভারতীয়ারা যে অন্য সভ্য দেশের মতো মানুষ এটা মানতে একেবারে নারাজ ছিল ইংরেজরা। তার ফলস্বরূপ সংঘাত। তিনি ইংরেজ শিক্ষককে লাঞ্চিত করেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ মানুষ হিসাবে স্বীকার করে নিতে পারছিলেন না ইংরেজ অধ্যাপক। তার ফলে ধ্বাংসাধার্কি। বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠলেন ছাত্র জীবনেই। সুভাষচন্দ্র বোসের ছাত্রজীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্ত করতে থাকলো ইংরেজ সরকার। কিন্তু পারল না। সুভাষচন্দ্র বোস স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। স্কটিশ সাহেবরা সুভাষের পড়াশুনার তার গ্রহণ করল। ঠিক সেই সময় থেকে তাঁর মনে একটি মাত্র চিন্তা প্রশ্নে করতে থাকে যে ইংরেজদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বিলেতে গিয়ে আইসিএস পড়বেন। ইংরেজদের শাস্যস্ত্র করতে গেলে তাদের তৈরি অস্ত্র দিয়ে শাস্যস্ত্র করাই হচ্ছে সঠিক পথ। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতে আইসিএস

পড়া। তিনি যখন আইসিএস পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন বিলেতে সেই সময়ে বহু ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারেন ইংরেজদের অধীনে কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব। তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে গেলে প্রয়োজন নিজের স্বাধীন স্বত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। এটাই একটি মাত্র পথ। নিজেকে জগাতে হবে। নিজের শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। তাবেদারি নয়। রুখে দাঁড়ানোর শক্তি লাভ করতে হবে।

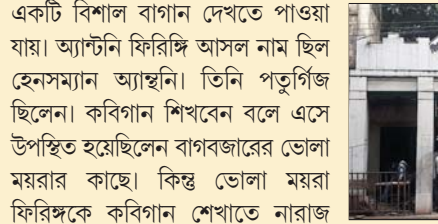


আসলে সুভাষ চন্দ্র বোসই ভারতে স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে শক্তি সঞ্চয় করে লড়াই করতে হবে সেটা তিনি জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কংগ্রেসকে দিয়ে এই কাজ করানো একেবারে অসম্ভব। কংগ্রেস কোনও সময়ে হিংসা বা রক্তক্ষয়ের করে স্বাধীনতার কথা বলবে না। কংগ্রেস দল সব সময়ে অহিংসার কথা বলে। ফলে বাংলার বিপ্লবীরা কংগ্রেসের হাত ধরে চলাকে মেনে নিতে পারেনি। আইসিএস পড়াটা কি তাহলে তাঁর উপলক্ষ্য মাত্র? সেটা সম্ভবনা রয়েছে প্রায় ষোল আনা। সুভাষচন্দ্র বোস আইসিএস পড়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। আনন্দের পূর্ণতাকেই এক ভাষণে বলেছিলেন, স্বদেশী যুগে কবি ও সাহিত্যিকরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন বলেই এই আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেছিল। অন্যদিকে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় কাব্য ও সঙ্গীত

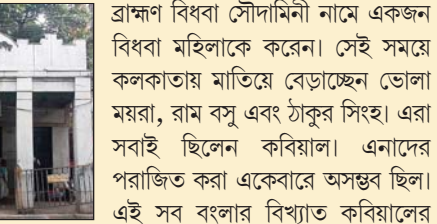
ভারতবাসীদের। গুণগার দিতে হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বোস আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সুভাচন্দ্র নিজেকে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। আনন্দের পূর্ণতাকেই মানুষ পৃথিবীতে মহৎ কাজ সম্পাদন করেন। আর এই আনন্দ মানুষ সহজেই পেয়ে থাকে কবিতা বা সঙ্গীতের মাধ্যমে। সুভাষচন্দ্র বলতেন, কাব্য বা সঙ্গীত যার চিত্ত সাদা দেয় না, তার পক্ষে জগতে মহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। ১৯২৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর তিনি এক ভাষণে বলেছিলেন, স্বদেশী যুগে কবি ও সাহিত্যিকরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন বলেই এই আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেছিল। অন্যদিকে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় কাব্য ও সঙ্গীত

হেরিটেজ ফিরিঙ্গী কালিবাড়ি

কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলে এখনও ফিরিঙ্গি কালী বাড়ি রয়েছে। এই কালী বাড়িটা প্রায় দুই শো বেশি বছরের পুরানো। ফিরিঙ্গি সাহেব কলকাতায় যখন জমিদারদের বাড়িয়ে গিয়ে কবিগানের লড়াই করতেন তখন তিনি বহুবাজার অঞ্চলে এসে একটি খালি জমি কিনে ছিলেন। সেই জমিতে তিনি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবিয়াল হওয়ার জন্য তিনি তাঁর নিজের ধর্ম খ্রিষ্ট খর্মকে ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে কবিয়াল হতে গেলে কালী ভক্ত হতে হবে। তাঁর নিজস্ব ধর্মকে ত্যাগ করতে হবে। সেই কারণে তিনি হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে শুরু করে পুরাণ ও বেদ ধর্মের কাহিনীগুলো পাড়ে ফেলেছিলেন। আজও শিয়ালদহের কাছে অ্যান্টনি বাগান বলে একটি রাস্তার নাম রয়েছে। সেখানে



একটি বিশাল বাগান দেখতে পাওয়া যায়। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি আসল নাম ছিল হেনসম্যান অ্যান্ড্রনি। তিনি পতুর্গিজ ছিলেন। কবিগান শিখবেন বলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বাগবাজারে ভোলা ময়রার কাছে। কিন্তু ভোলা ময়রা ফিরিঙ্গিকে কবিগান শেখাতে নারাজ ছিলেন। কারণ ফিরিঙ্গি তখন জাতে খ্রিষ্টান। সেই কারণে ভোলা ময়রা তাঁকে গান শেখাননি। তবুও ফিরিঙ্গি ভোলা ময়রাকে গুরু মনে করে একালব্যয়ে মতো কবিগান এবং হিন্দু শাস্ত্র চর্চা করতে থাকেন। তিনি আবার শ্যামা সঙ্গীতও গাইতেন পারতেন। চন্দননগরের ফরাসিডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেছিলেন তিনি বিধবা বিবাহ আইন চালু হওয়ার আগেই হিন্দু



সঙ্গে লড়াই করেছিলেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। পরে এই হিন্দু বিধবা মহিলা সৌদামিনীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল একজন সাহেবকে পুনরায় বিবাহ করার জন্য। কবিগান ছাড়াও শ্যামা সঙ্গীত এবং আগমনী গান গাইতে পারতেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। তখন কলকাতায় বনেদি বাড়িতে কবিয়ালদের কবিগানের লড়াইয়ের আসর বসতো। কবিয়ালরা এসে সেই

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরস্কৃত হতেন। তখন কবিগান নিয়ে বেশ চর্চাও ছিল কলকাতায়। রাজা নবকৃষ্ণদেব, মল্লিকবাড়ি, লাহা বাড়ি, শীল বাড়ি গুলিতে কবিগানের আসর বসতো। বহু রাত পর্যন্ত এই কবিগানে লড়াই চলতো। তার সঙ্গে ছিল আবার যাত্রা পালা। তবে যেদিন কবিগানের আসর বসতো সেদিন ইচ্ছাও তিনি কিন্তু সুভাষচন্দ্র বোসকে এই ফিরিঙ্গি সাহেবের সঙ্গে ভোলা ময়রার কবিগানের লড়াই কলকাতার বিখ্যাত লড়াই হয়েছিল। সেই কবিগানে লড়াইতে দুই কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি এবং ভোলা ময়রা অপারাজিত ছিলেন। সেখানে কবিগানের ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক–কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তার পরে আর্শীবাদ করে বিদায় নেব এই জেনে, যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করছে, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার গ্রহণ করে।”

তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিকে সমর্থন করে না, দলবদলীদের নিয়ে কড়া বার্তা নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল সভাপতির

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৮ জুন : রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের দলবদল নতুন কিছু ঘটনা নয়। তবে যে কোন নির্বাচনকে সামনে রেখে নেতা কর্মীদের দল বদলের হিরিক থাকে যথেষ্ট। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখেও নির্বাচন ঘোষণার আগে থেকেই চলছে দলবদলের পালা। কখনো শাসক থেকে বিরোধী শিবিরে আবার কখনো বিরোধী থেকে শাসক শিবিরের, রাজা জুড়েই চলছে এই ছবি। নদীয়ার নবদ্বীপ ব্লক ও বিধানসভা এলাকাও এর ব্যতিক্রম নয়। এবার শাসক দলের থেকে বিরোধী শিবিরে যাওয়া নেতা কর্মীদের নিয়ে মুখ খুললেন নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্লোল কর। উল্লেখ্য থাকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোষণার আগেই নবদ্বীপ ব্লকের মায়াপুর বামুনপুকুর ২ নং গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় গত ১৪ মে, তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমে যোগ দেয় কয়েকশো গ্রামবাসী। সিপিএমের নেতৃত্বের দাবী প্রায় ৩০০ জন ঐ এলাকার মানুষ যোগ দিয়েছিল তাদের দলে, এলাকার উন্নয়ন কিছুই হয়নি ও চারিদিকে চুরির জন্যই কম্বীরা দল ছেড়েছে, সিপিএমে যোগ দেয়। সম্প্রতি গত ১০ জুন নবদ্বীপ ব্লকের ইদ্রাকপুৰ এলাকায় তৃণমুলের জয়ী মেম্বার সহ ৫০ টি পরিবার যোগ দেয় বিজেপি তে শুধু তাই নয় গত ১২ জুন নবদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত কোতোয়ালি থানার আনন্দ বাস এলাকায় তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমে যোগ দেয় প্রায় একহাজার মানুষ, এমনটাই দাবী করেছে সিপিএম নেতা সুমিত বিশ্বাস। সব মিলিয়ে নবদ্বীপ ব্লক ও বিধানসভা এলাকায় গত কয়েক মাসে তৃণমূল শিবিরে ভাঙ্গন বেশ লক্ষ্য করা যায়। তবে এই বিষয়ে এবার মুখ খুললেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি। তিনি বলেন দল কেনরকম দুর্নীতিকে সমর্থন করে না, আর যারা এর সাথে যুক্ত তারে পাশে কোনভাবেই দল থাকবে না, তাই দুর্নীতি গ্রস্থরা অন্য



একহাজার মানুষ, কিন্তু মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে তাদের ভোটের মাধ্যমে। তবেকি গতদিনে নতুন তৃণমূল সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নবজোয়ার ও অভ্যৈক বন্দোপাধ্যায়ের বারংবার বলা দুর্নীতি করে দলে থাকা যাবে না, ও দল কোন দুর্নীতিকে সমর্থন করবেনা, সেগুলো সতি বাস্তবিক রূপ নিয়ে চলছে তৃণমূল শিবিরে, নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল সভাপতির বক্তব্যে সেটারই ইঙ্গিত দেয় বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

জরাজীর্ণ রাস্তা মেরামতের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জুন : দীর্ঘ কয়েক বছরের সমস্যা আজও মেটেনি। ফের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ও টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ



দেখালেন গ্রামবাসী। টানা প্রায় দুই ঘন্টা ধরে এই অবরোধ। রবিবার মালদার চাচল – হরিশ্চন্দ্রপুর ৮১ নং জাতীয় সড়কের রানীকামাতের ঘটনা। ওই গ্রামেরে প্রবেশ ও বাহির পথ পর্যন্ত প্রায় দুই কিমি সড়ক খানাপন্দ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পিচের চাদর উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে ছোট বড় গর্তসেই গর্তে জমে রয়েছে জলা। আর সামান্য বৃষ্টি হলেই নিশ্চিহ্ন হয় জাতীয় সড়ক। ফলে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে গ্রামবাসী জানাচ্ছেন। প্রশাসন ও সড়ক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। অবশেষে ভোটের প্রাক্কালের রবিবার সকাল জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীর অভিযোগ, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা সহ প্রতিবেশী বিহার রাজ্য থেকে নৈনন্দিন এই সড়কে হাজারো মানুষ যাতায়াত করছেন। রাস্তা বেহাল থাকায় রোগী ও প্রসূতি মায়াদের চরম সমস্যা হয়। এমনকি স্কুল পড়ুয়ারাও দুর্ভোগের মুখে পড়ে।

স্ট্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে ধুকুমার, স্বামীকে কোপ প্রেমিকের

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ১৮ জুন : স্ট্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে ধুকুমার। স্ট্রীর প্রেমিকের হাতে ধরা ধারালো অস্ত্র কোপ স্বামীকে। ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি যুবক। স্ট্রীর বিবাহ- বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় স্বামীকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা। অভিযোগ স্ট্রী ও প্রেমিকের বিরুদ্ধে। আহত ব্যক্তি আনসার সর্দার গুরুতর জখম অবস্থায় ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মন্দির বাজার থানা এলাকার নিশাপুরের বাসিন্দা আনসার সর্দারের স্ত্রী রেকসোনা বিবি গত এক বছর ধরে স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে ইটুগঞ্জের বাসিন্দা প্রেমিক শাহারুল বৈদের সঙ্গে থাকছিলেন। রবিবার পারুলিয়া কোস্টাল থানার হরিদেবপুর এলাকার এক বাড়িতে ছিলেন শাহারুল ও রেকসোনা। এই খবর পেয়ে রেকসোনা বিবির স্বামী আনসার সর্দার ওই বাড়িতে গিয়ে দুজনের ওপর চড়াও হয়। পরে রেকসোনা বিবি ও তার প্রেমিক শাহারুল বৈদ্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে আনসার সর্দারকে এলোপাখাটি কোপ মারো। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিদেবপুর এলাকায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আনসার সর্দারকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুজন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন : জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ীতে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন আহত হয়েছেন। আহতদের নাম সুদীল সাহা ও বিনোদ সিং। দুজনই ট্রাক চালক। শনিবার গভীর রাতে ফুলবাড়ীর জিয়াগঞ্জ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, গভীর রাতে একটি ট্রাক শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। একই সময়ে ফুলবাড়ীর জিয়াগঞ্জ এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে উভয় ট্রাকের চালকরা ট্রাকের মধ্যেই আটকা পড়েন। ঘটনার পর এনজেপি থানার পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি ট্রাকে আটকে পড়া চালকদের বের করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যেখানে দুজনেই চিকিৎসাধীন। এনজেপি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ইসলামপুরে রাস্তা-ড্রেনের দাবিতে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুরের ইসলামপুর কলেজপাড়ায় ভোটের আগে রাস্তা এবং ড্রেন তৈরির দাবিতে সরব হলেন এলাকার মহিলারা। দাবি পূরণ না হলে পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দেন তারা। রবিবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ইসলামপুর কলেজ থেকে কলেজে যাওয়ার প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তা বেহালা। অল্প বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যায়। নেতাদের একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই ভোটের আগে রান্না-খাওয়া ছেড়ে রাস্তার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন তারা। কলেজে এই মুহুর্তে তৃণমূল চলেছে। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, মেরামত শুরু না হলে তারা পরীক্ষাধীরে এই রাস্তা দিয়ে কলেজে যেতে দেবেন না। রাস্তা এবং ড্রেনের দাবিতে এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে তারা জানিয়েছেন।

মৃত তৃণমূল নেতার বাড়িতে গেলেন আব্দুর রহিম বক্সী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জুন : মৃত তৃণমূল নেতার বাড়িতে গেলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী তিনি বলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কালিয়াকের তুণের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে তা না হলে দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে তৃণমূল, হুঁশিয়ারি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির। বিরোধীরা ভেবেছে তৃণমূল দুর্বল হয়ে গেছে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করানোর চেষ্টা করছি। বাড়াবাড়ি করলে তৃণমূল হাতে বালা পরে বসেনেই।

দলে যেতেই পারে আর বিরোধীরা তাদের নিলে তাদের বিষয়। পাশাপাশি তিনি সদ্য ইদ্রাকপুর এলাকায় বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রবীর ঘোষ সম্পর্কে বলেন গত প্রায় দে়র বছর আগে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে, পাশাপাশি কন্স্টিষ্টারদের থেকে তোলা আদায়েরও অভিযোগ ওঠে, ফলে তাকে হিষ্কার করে, সে অন্য দলে গেলে আমাদের মাথা ব্যাথা নেই। সাথে তিনি আনন্দ বাস প্রসঙ্গে বলেন হ্যাঁ আমিও শুনেছি ঐ এলাকায় কিছু পরিবার অন্য দলে গেছে কিন্তু যারা জেলে আছে তাদের পরিবার সিপিএমে যোগ দিয়েছে আর তারা কেন জেলে গিয়েছে সেটা সবাই জানে, মোটের ওপর তৃণমূল কংগ্রেস কোনরকম দুর্নীতি, তোলাবাড়ি কে সমর্তন করেনি করেও না, আর যারা এর সাথে যুক্ত তাদের পাশে দল থাকে না, তাই তারা অন্য দলে গেছে। পাশাপাশি তিনি বিজেপি, সিপিএমের গোপন আঁতাতেরও অভিযোগ তুলে বলেন কিছু দিন আগেই নবদ্বীপ ব্লকের উত্তর কলাতলা এলাকায় অরৈধ ভাবে নয়ানজুলি ভরাট করছিল বিজেপি মন্ডল সভাপতি ও সিপিএম নেতা মিলে, সেটা সবাই দেখেছে। আসলে একাধারে কেন্দ্রের বঞ্চনা সাথে প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে রাজা সরকারের জনমুখী প্রকল্পের পরিষেবা পৌঁছে যাওয়ায়, সিপিএম, বিজেপি এক হয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়িতে উল্লাস

দুরন্ত বার্তা, ঢালসা, ১৮ জুন : শনিবার স্কুটিনির পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই অকাল হেলিতে মাতলেন তৃণমুলের কর্মী সমর্থকরা। উল্লেখ্য জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৮৩ নং বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে অনিমা রায় মনোনায়নপত্র জমা করেন। কিন্তু বেংকান্দি এলাকার ওই বুথে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন বলে জানা তিনি। শনিবার ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে স্কুটিনির জন্য হাজির হন ওই বুথের প্রার্থী সহ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। আর স্কুটিনির পর উল্লাসে মেতে উঠেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের অনিমা রায় বলেন, গততন্ত্রের রায়ে মানুষের কাজ করতে চাই। অন্যদিকে ময়নাগুড়ি ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ রায় বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে মনোনায়নপত্র জমা দেওয়ার পর প্রথম জয় পেলাম আমরা । ময়নাগুড়ি ব্লকের সব আসনেই জয়ী হবে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও এই প্রার্থী না দেওয়ার বিষয়টি বিজেপির পক্ষ থেকে শাসকদলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনা হয়েছে। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ির বিজেপি নেতা নিতাই রায় বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করে আমাদের কর্মী নেতা সকলকে



ভয় দেখিয়েছেন। তাদের জন্যই আমাদের প্রার্থী মনোনায়ন জমা করেননি। এরই পাশাপাশি এদিন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল পিছিয়ে পড়া রাভা জনজাতির বাসিন্দা রবি রাভা। শনিবার স্কুটিনি শেষের পর ব্লক কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে জয়ের উল্লাসের কথা জানান রবি রাভা। তার কথায়, যেখানে বিরোধীরা বরাবর রাভা বস্তুিতে সরকারি উন্নয়ন পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ তুলে আসলেও তা আজও রবি রাভার দাবী, সিপিএম আমলে রাভা জনজাতির মানুষেরা জমি আদোলন শুরু করেছিল। কিন্তু দীর্ঘ দিনে জমির পাট্টার দাবী জানিয়ে আসলেও তা আজও পূরন হয় নি। কিন্তু রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার আসতেই পাট্টার দাবী পূরন হয়েছে। আজ রাভা

বস্তির অধিকাংশ মানুষই জমির পাট্টা পেয়েছে। কারো আবার পাট্টা থেকে খতিয়ানও হয়েছে। যাদের এখনও বাকী রয়েছে, সেগুলিও ক্রত হয়ে যাবে বলে অনুমান। এরই মধ্যে এলাকার এখনও যে সমস্ত কাজ হয়নি, সেগুলি সম্পন্ন করার জন্যেই এবার ব্যাড আলতা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৯০ নং আসনে প্রার্থী পদে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাভা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সাধারন সম্পাদক রবি রাভা। যদিও সরকারিভাবে সেই জয়ের ঘোষণা এখনো করা হয়নি। তবে ধরে নেওয়া যায় যেহেতু ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি তে এই দুটো বুথে বিরোধী দলের থেকে অন্য কোন প্রার্থী মনোনায়নপত্র জমা দেননি তাহলে একমাত্র প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের রবি রাভাকেই জয়ী বলে ঘোষণা করা হতে পারে।

সারদার নথি লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার কাঁথি পুরসভার ২ পুরকর্মী

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৮ জুন : সারদার ফাইল লোপাট মামলায় কাঁথি পুরসভার দুই পুর কর্মীকে গ্রেফতার করল কাঁথি থানার পুলিশ। ধৃতরা পুরসভার দুই স্থায়ী কর্মী। রবিবার ধৃতদের কাঁথি মহাকুমা আদালতে তোলা হয়। শনিবার দুজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে কাঁথি থানায় হাজির হতে বলা হয়েছিল। কথায় অসদ্ব্তি ধরা পড়ায় তাদের গ্রেফতারার করে পুলিশ। কাঁথি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা হলেন হরিপদ চক্রবর্তী ও যষ্টী চক্রবর্তী। সম্পর্কে দুই ভাই। উভয়ের বাড়ি কাঁথি পুরসভা করকুলি এলাকায়। জানা গিয়েছে, এই দুই কর্মীদের মধ্যে হরিপদ চক্রবর্তী কাঁথি পুরসভার সুপারভাইজার এবং যষ্টী চক্রবর্তী কাঁথি পুরসভার পিয়ন পদে নিযুক্ত। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে সারদা কহা সুদীপ্ত সেন দাবি করেছিলেন, কাঁথি পুর এলাকায় বহুতল বাড়ি নির্মাণের জন্য পুরসভা কে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। পরে সরদার বহুতল বাড়ি নির্মাণের ফাইল পুরসভায় খুঁজে পাওয়া যায়নি।

চিকিৎসায় গতি আনতে বর্ধমান হাসপাতালে উন্নতমানের চিকিৎসা সরঞ্জাম

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ জুন : চিকিৎসায় গতি আনতে তৎপর বর্ধমান মেডিক্যাল। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগে আনা হয়েছে উ চক্ষু মত। সম্পন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম। উন্নত মানের চিকিৎসার স্বার্থে বিপুল টাকা ব্যয়ে আধুনিক প্রযুক্তির মেশিন আনা হয়েছে। চক্ষু বিভাগ, ফিটাল মেডিসিন বিভাগে উন্নতর মেশিনে ফলে অনেক জটিল রোগের চিকিসা এখন বর্ধমানেই মিলবে বলেই দাবি হাসপাতালের। উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান মেডিক্যাল শুরু হয় ফিটাল মেডিসিন বিভাগ। মেডিক্যালের দাবি, নাবালিকা গর্ভবতী হওয়া এবং বেশি বয়সে মা হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সামনে আসছে একাধিক সমস্যা। সমস্যা মোকাবিলায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শুরু হয় ‘ফিটাল মেডিসিন’ সুবিধা। জ্রণের স্বার্থেগর গঠন ঠিকমতো না হওয়া বা জিনগত সমস্যার কারণে প্রসবের পরেও সমস্যা দেখা দেয়। ফিটাল

মেডিসিন বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জ্রণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানা যাচ্ছে বর্তমান সময়ে। জ্রণের শারীরিক গঠন, জিনগত সমস্যা, ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা ও হৃদযন্ত্রের পরীক্ষাও হচ্ছে। এই বিভাগে আনা হয়েছে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন আলট্রাসাউন্ড মেশিন এবং কালার ডপলার মেশিন আনা হবে বলে জানা গেছে। অন্যান্য আলট্রাসাউন্ড মেশিন থাকলেও, এটি বেশ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কালার ডপলার যুক্ত হওয়ায় বিশেষ সুবিধা মিলবে বলে ফিটাল মেডিসিন বিভাগ জানাচ্ছে। অন্যদিকে, চক্ষু বিভাগে প্রায় এক কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আনা হয়েছে ডিট্রেক্টিম মেশিন।এই দামি মেশিনের সাহায্যে চোখের রেটিনাজনিত অনেক সমস্যার সমাধান হবে। মূলত রেটিনা এবং ডিট্রিয়াসের সমস্যার সহায়ক এই মেশিন। চক্ষু বিশেষজ্ঞরা

জেড কাটাগরির নিরাপত্তা পেল শওকত

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৮ জুন : শনিবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করে তৃণমুলের দলীয় নেতৃত্ব। এরপরেই তৃণমুলের তরফে স্পষ্ট করা হয়, ভাণ্ডেরের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থাকছেন শওকত মোল্লার উপর। দায়িত্ব বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জেড কাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হবে শওকত মোল্লাকে । পঞ্চায়েত ভোটের মুখে শওকত মোল্লার নিরাপত্তা বৃদ্ধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনায়ন পর্বে দক্ষায় দক্ষায় উত্তপ্ত হয়েছে ভাণ্ডা। চলছে গুলি, বাদ যায়নি বোমাবাজিও। এমনকী, মনোনায়নের শেষ দিনে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে ভাণ্ডেডে।

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF				
MIHIKA INDUSTRIES LIMITED				
Corporate Identification Number: L70101WB1983PLC035638;				
Registered Office: 3, 2nd Floor, Bentinck Street, Kolkata-700001, West Bengal, India;				
Contact Number: +033-65366663;				
Website: www.mihika.co.in; Email: mihikaindustries@gmail.com				
Open Offer for acquisition of up to 26,00,000 (Twenty-Six Lakhs) Equity Shares, representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of Mihika Industries Limited (‘Mihika Industries Limited’ or ‘Target Company’), at an offer price of Rs. 24.00 (Rupees Twenty-Four Only) (‘Offer Price’), by the Acquirer in accordance with the provisions of Regulations 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto (SEBI (SAST) Regulations) (‘Offer’).				
This Post-Offer Public Announcement is being issued by Bonanza Portfolio Limited, the Manager to the Offer (‘Manager’), on behalf of the Acquirer, in connection with the Offer made by the Acquirer to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations (‘PoPA’). This PoPA should be read in continuation of, and in conjunction with the: (a) Public Announcement dated Monday, February 06, 2023 (‘PA’), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, February 9, 2023, published on Friday, February 10, 2023, in the newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakhshadweep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Duranta Barata (Bengali daily) (Kolkata Edition) (‘Newspapers’) (‘DPS’), (c) Letter of Offer dated Friday, May 5, 2023, along with form of Acceptance cum Acknowledgement (‘Letter of Offer’ or ‘LOF’), (d) Corrigendum to Letter of Offer dated Thursday, May 11, 2023, Published in the Newspaper on Friday, May 12, 2023. This Corrigendum is published in the same aforesaid Newspaper and (e) Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement dated Friday, May 12, 2023, published in the Newspapers on Monday, May 15, 2023. This PoPA is being published in the same aforesaid Newspapers.				
1.	Name of the Target Company		Mihika Industries Limited	
2.	Name of the Acquirer and PACs		Veggie Fest Foods Private Limited There is no person acting in concert with the Acquirer for this Offer.	
3.	Name of Manager to the Offer		Bonanza Portfolio Limited	
4.	Name of Registrar to the Offer		Purva Sharegistry (India) Private Limited	
5.	Offer Details			
5.1	Date of Opening of the Offer		Tuesday, May 16, 2023	
5.2	Date of Closing of the Offer		Monday, May 29, 2023	
6.	Date of Payment of Consideration		Monday, June 12, 2023	
7.	Details of the Acquisition			
	Particulars		Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in this Offer)	
			Actuals	
7.1	Offer Price		Rs.24.00/-	
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered		26,00,000	
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted		26,00,000	
7.4	Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)		6,24,00,000	
7.5	Shareholding of the Acquirers before the Share Purchase Agreement/ Public Announcement			
a)	Number of Equity Shares		0	
b)	% of fully diluted Equity Share capital		0	
7.6	Equity Shares acquired by way of Share Purchase Agreement			
a)	Number of Equity Shares		24,02,175	
b)	% of fully diluted Equity Share capital		24.02%	
7.7	Equity Shares acquired by way of Offer			
a)	Number of Equity Shares		26,00,000	
b)	% of fully diluted Equity Share capital		26.00%	
7.8	Equity Shares acquired after the Detailed Public Statement			
a)	Number of Equity Shares acquired		Nil	
b)	Price of the Equity Shares acquired		Nil	
c)	% of Equity Shares acquired			
7.9	Post-Offer shareholding of the Acquirers			
a)	Number of Equity Shares		50,02,175	
b)	% of fully diluted Equity Share capital		50.02%	
7.10	Pre-Offe and Post-Offe shareholding of the Public Shareholders			
	Particulars		Pre-Offe	
a)	Number of Equity Shares		75,97,825	
b)	% of fully diluted Equity Share capital		75.98%	
			Post-Offe	
a)	Number of Equity Shares		49,97,825	
b)	% of fully diluted Equity Share capital		49.98%	
			Pre-Offe	
a)	Number of Equity Shares		75,97,825	
b)	% of fully diluted Equity Share capital		75.98%	
			Post-Offe	
a)	Number of Equity Shares		52,85,810	
b)	% of fully diluted Equity Share capital		52.86%	
8. The Acquirer accept full responsibility for the information contained in this PoPA and for their obligations specified under SEBI (SAST) Regulations..				
9. The Acquirer will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulations 22 (1), and 22 (3) read with 17 of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of themselves as the promoters of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto (SEBI (LODR) Regulations’).				
10. A copy of this PoPA will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com and the registered office of the Target Company.				
11. The capitalized terms used in this PoPA shall have the meaning assigned to them in the LoF, unless otherwise specified.				
ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER				
 Bonanza make money. not mistakes. BONANZA PORTFOLI LIMITED Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon East, Mumbai 400 063, Maharashtra, India Contact Number: +91-22-62735500/ 68363700 Email Address: swati.agrawal@bonanzaonline.com Contact Person: Ms. Swati Agrawal SEBI Registration Number: INM000012306 Validity: Permanent				
For Veggie Fest Foods Private Limited				
Sd/- Pranav Kamleshkumar Trivedi (Director)		Sd/- Sagarkumar Pravinchandra Dataniya (Director)		
Date: June 16, 2023 Place: Mumbai				

শরীর ও স্বাস্থ্য

অনিদ্রার জন্য অব্যর্থ ওষুধ হল আয়ুর্বেদ, নিশ্চিন্তে ঘুমানোর রাস্তা

অনেকেইরোজ ঘুম আসে না। মনে হয় ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে গেলে ভালো হয়। আয়ুর্বেদে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর টোটকা রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এবং তা জানালেন এক অধ্যাপক।

কি সেই ওষুধ জানতে নিশ্চয় ইচ্ছে করছে। তবে শুনুন, ঘুম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যা শারীরিক, মানসিক ও স্নায়বিক অনুভূতিকে বিশ্রাম ও শিথিলতা প্রদান করে। আয়ুর্বেদ সংহিতানুসারে আহার, নিদ্রা ও ব্রাহ্মচার্যকে জীবনের তিনটি উপস্থম্ভ বলা হয়, যা শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এর মধ্যে নিদ্রা যা বয়স, শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। অপরিমিত বা ঘুম না হওয়াকে অনিদ্রা বলে ধরা হয়। এর ফলে রাতে ঘুম আসে না, সকাল সকাল ঘুম ভেঙে যায়, অস্থিরতা, মানসিক ও শারীরিক অবসাদ, কাজ করতে ভাল না লাগা, চোখ জলা, ক্লান্তি, মাথা ধরা, মাথা ব্যাথা, তন্দ্রা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। সময়মতো চিকিৎসা না করলে এর থেকে বৃহ জটিল মানসিক ও শারীরিক রোগের উৎপত্তি হতে পারে।

আয়ুর্বেদে নিরাময় সম্ভব– রোগীরা চিকিৎসা করার উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করা হয়। চটজলদি ট্যাবলেট বা সিরাপের মতো ঘুমের

ওষুধ খেয়ে নিলেই নিদ্রাহীনতা সরানো সম্ভব, এটা ভুল ধারণা। এতে ওষুধের উপরে অতিরিক্ত



নির্ভরশীলতা দেখা দিতে পারে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিভিন্ন উপক্রম দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।

বাহ্য উপাচার– অভ্যাস (ওষধি তেল দিয়ে মাথা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত পুরো শরীর আন্তে আন্তে ম্যাসাজ), মর্দন (ওষধি তেল দিয়ে মাথা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত পুরো শরীর জোরে জোরে ম্যাসাজ), শিরোধারা (কপালে ওষধি তরল

পদার্থের ধারা), শিরোলেপ (মাথায় ওষধি দ্রব্যের প্রলেপ)।

অভ্যন্তর উপাচার–একক দ্রব্য ও

মানতে হবে–মনোরম ও পরিষ্কার বিছানা, প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া, রাত জেগে কাজ না করা, সাধারণ শারীরিক পরিশ্রম করা, ঘুমানোর সময় হালকা গান শোনা, ঘুমের আগে ১০-১৫ মিনিট ধ্যান, হাতপা ভাল করে ধুয়ে নেওয়া, চা-কফি-মদ্যপান না করা, ঈষৎ উষ্ণ দুধ পান করা।

আয়ুর্বেদিক একক দ্রব্য–অশ্বগন্ধা চূর্ণ ৬ গ্রাম দিনে ২ বার মিছরি ও ঘূতের সঙ্গে খাবার আগে সেবন।
জটামাংসীচূর্ণ ৫০০ মি.গ্রা.- ১ গ্রাম দিনে ২ বার দুধের সঙ্গে খাওয়ার পরে সেবন।

বচঃ চূর্ণ– ৫০০মি.গ্রা.- ১ গ্রাম দিনে ২ বার দুধের সঙ্গে খাওয়ার পরে সেবন।

ব্রাহ্মীচূর্ণ–১-২ গ্রাম স্বরস-১০ মি. লি. চিনি ও দুধের সঙ্গে সেবন।
ধানকুনি–১-২ গ্রাম ১০ মি. লি. ২ বার চিনি ও দুধের সঙ্গে সেবন

শঙ্খপুশ্পী– ১-২ গ্রাম ১০ মি. লি. ২ বার চিনি ও দুধের সঙ্গে সেবন চ

তগর– চূর্ণ ২-৬ গ্রাম দিনে ২ বার জল ও দুধের সঙ্গে সেবন।

শাস্ত্রীয় ঔষধ–ব্রাহ্মীবাটি, সর্পগন্ধা বাটি, মানসমিত্রবটকম, স্মৃতিসাগররস, বাতকুলাস্তকরস, ব্রাহ্মীরসান, ব্রাহ্মীঘূত, চিন্তামণিচতুর্মুখ ইত্যাদি। এই সব ওষুধ রোগ ও রোগীর অবস্থা বিচার করে চিকিৎসকের পরামর্শে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করা হয়।

গরমকালে খুব পাউডার মাখছেন? সাবধান, ফুসফুসে প্রভাব ফেলতে পারে

ঘামাছি বা গরমের মধ্যে একটু পাওডার না হলে চলে না। কিন্তু এতও যে বিপদ রয়েছে তা কি কেউ জানেন। ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে তা ঢুকে পড়ছে নাক দিয়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফুসফুসের প্রাচীর! টানা পাউডার মেখে ফুসফুসের দফারফা। এমন সমস্যা নিয়ে অনেকেই এখন আসছেন হাসপাতালোপ্রচন্ড রোদ। ঘাম হচ্ছে কুলকুল করে। ঘরে ঘরে পাউডার মাখার হিড়িক বেড়েছে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, আদৌ কোনও কাজ করে না পাউডার। ‘স্কেল গিট্টা’ সময়ের জন্য একটা ‘শিফ গুড’ এক্ষেপ্ত দেয়। সম্প্রতি শিশু হাসপাতালোে ঝুকের সমস্যা

নিয়ে এসেছিল এক একরত্তি। সারা গায়ে ছোট ছোট ব্রণর মতো উঠেছে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেন ‘ফলিকুলাইটিস’-এ আক্রান্ত ওই শিশু। রোগের কারণ কি জানা গেল ট্যালকম পাউডার! কীভাবে পাউডার এই বিপদ আনছে, প্রশ্নকরতেই এক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, ঘামাচি ঠেকাতে অনেকেই পাউডার ব্যবহার করছেন। কিন্তু পাউডার দেওয়ার সময় গায়ে বিন্দুমাত্র ঘাম থাকলেই বিপদ। গায়ে নুন্যতম ঘাম থাকা অবস্থায় পাউডার দিলে গুঁড়ো পাউডার ঘামের সঙ্গে মিশে রোমকূপগুলোকে বন্ধ করে দেয়। শরীরের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট

ছিদ্র রয়েছে। সে রোমকূপ বন্ধ হয়ে গেলেই বিপদ। এই ছিদ্রগুলো দিয়ে শরীরে জমে থাকা দূষিত পদার্থ



বেরিয়ে আসে। রোমকূপ বন্ধ হয়ে গেলে দেখা যায় ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণ পাউডারের তেমন কোনও গুণাগুণ নেই। কিন্তু ঘাম বন্ধ করে তা বিপদ ডেকে আনে। ডা. সূর্য্য পালের বক্তব্য, ঘাম ব্যাক্টেরিয়া এবং অন্যান্য জীবাণুর থেকে শরীরকে বাঁচাতে

সাহায্য করে। যত ঘাম হয়, ততই রোমকূপগুলি খুলতে থাকে। ফলে ঝুকে জমে থাকা ধূলাময়লা বেরিয়ে যায়। সেই রোমকূপ আটকে দেয় পাউডার। আকস্মিক ঘাম বন্ধ হয়ে ঝুকে রাশ বেরিয়ে যায়। যদি একান্তই পাউডার ব্যবহার করতে হয়, তাহলে তা শুকনো গায়ে ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।সাধারণ মানুষ ভাবেন, পাউডার মাখলে ঘামাচি হবে না! চিকিৎসকদের কথায়, এমন ধারণা ভুল। শুধু ঝুকের সমস্যা নয়। ফুসফুসের মারাত্মক অসুখ ‘অ্যাসবেসটোসিস’ এর নেপথ্যেও ট্যালকম পাউডার। পাউডার মেখে শুইয়ে রাখা হয়েছে শিশুকে।

দেশজুড়ে জরুরি অবস্থার কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : ‘মন কি বাত’এ দেশজুড়ে জরুরি অবস্থার কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ১০২তম ‘মন কি বাত’-এ প্রধানমন্ত্রী বলেন, কখনওই ২৫ জুন তারিখটি ভুলতে পারব না। ওই দিনটি ভারতের ইতিহাসের এক ‘কালো দিন’। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশজুড়ে জরুরি অবস্থার ঘোষণা করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। প্রায় পাঁচ দশক আগের সেই দিনটির কথাই উঠে এল

রবিবার ১০২তম ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। এদিন মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাতে’ মোদীকে বলতে শোনা যায়, ভারত গণতন্ত্রের জন্মনি। আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সর্ববাধিকারকে সর্বোচ্চ বলে মনে করি। আর তাই আমরা কখনওই ২৫ জুন তারিখটি ভুলতে পারব না। ওই দিনই আমাদের দেশে জরুরি অবস্থা আরোপ করা হয়েছিল।

খড়গপুর ডিভিশনের ভদ্রক সেকশন-খড়গপুরের বহনগা বাজার স্টেশনে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১৮ জুনঃ খড়গপুর ডিভিশনের ভদ্রক সেকশন-খড়গপুরের বহনগা বাজার স্টেশনে ট্রাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে ১৯.০৬.২০২৩ তারিখে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে। ট্রেন বাতিল- ক্রম না.ট্রেন নংট্রেনের নাম-বাতিল করা হয়েছে
০১।০৮০৮১বালাসোর-ভদ্রক মেমু স্পেশাল ১৯.০৬.২০২৩
০২।১২৮৬৩ হাওড়া-এসএমডিটি বঙ্গোলুরু এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
০৩.১২২৭৭ হাওড়া-পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
০৪.১৮০৪৩ হাওড়া-ভদ্রক এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
০৫।১৮০২১ খড়গপুর-খুর্দা রোড এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
০৬.১৮০৬৭ খড়গপুর-জাজপুর কেণওনবার রোড এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
০৭।১৮০৪৫ শালিমার-হায়দ্রাবাদ ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
০৮।১২৮৪১ সাত্তারাগাছি-তাদ্বারাম এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
০৯।১৮০৪৪ ভদ্রক-হাওড়া এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
১০.১৮০৮৮ জাজপুর কেণওনবার রোড-খড়গপুর এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
১১.১২২৭৮ পুরী-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
১২।০৮০৮২ ভদ্রক-বালাসোর মেমু স্পেশাল ১৯.০৬.২০২৩
১৩.১৮০২২ খুর্দা রোড-খড়গপুর এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
১৪.২০৮৩১ শালিমার-সম্বলপুর এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
১৫।১৮০৪৬ হায়দ্রাবাদ-শালিমার ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
১৬.০৭০৪৬ সাত্তারাগাছি-ডিব্রুগড় স্পেশাল ১৯.০৬.২০২৩
১৭.০৭০৮০ সাত্তারাগাছি-আগরতলা এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
১৮.২২৮৫৬ তিরুপতি-সাত্তারাগাছি এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
১৯.১২৬৪৩ এর্নাকুলাম-পট্টনা এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
২০।২২৮৭৮ এর্নাকুলাম-হাওড়া এক্সপ্রেস ১৯.০৬.২০২৩
ট্রেনের শট টার্মিনেশনশট অরজিনেশন ১. ০৮০৬৩ খড়গপুরভদ্রক মেমু স্পেশাল, ১৯.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা, বালাসোরে সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে। ২. ০৮০৬৪ ভদ্রক-খড়গপুর মেমু স্পেশাল, ১৯.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা, বালাসোর থেকে সংক্ষিপ্ত হবে। ট্রেনের ডিভিভারশন ১. ১৮৪৭৮ যোগ নগরী ঋষিকেশ-পুরী এক্সপ্রেস, ১৯.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যোগ, বাড়ুসগুণা রোড হয়ে বাকানো কটে চলবে। ২. ১৮৪৭৭ পুরী-যোগ নগরী ঋষিকেশ এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু হচ্ছে ১৯.০৬.২০২৩ তারিখে, বাড়ুসগুণা রোড হয়ে বাকানো কটে চলবে।

দিল্লিতে আততায়ীদের গুলিতে খুন ২ যুবতী, কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুললেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : রবিবাসরীয় ভোরে দক্ষিণ দিল্লিতে আততায়ীর গুলিতে খুন হলেন দুই যুবতী। নিহত দুই যুবতীর নাম পিকি ও জ্যোতি। এদিন ঘটমাটি ঘটে দিল্লির ড. আন্বেদকর বস্তুিতে। এই ঘটনার জন্য কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পুলিশের অনুমান, আরকে পুরম এলাকায় ওই যুবতীদের দাদার সন্ধানে এসেছিল আততায়ীরা। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে তাঁদেরই গুলি করে গালায় তারা। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়া। জানা গিয়েছে, নিহত দুই যুবতীর নাম পিকি ও জ্যোতি। তাঁদের

বয়স যথাক্রমে ৬০ ও ২৯ বছর। দিল্লির ড. আন্বেদকর বস্তুিতে বাস করতেন তারা। রবিবার ভোর ৪টে ৪০ মিনিট নাগাদ তাঁদের উপরে হামলা

ত্রি় তাপপ্রবাহে উত্তরপ্রদেশে মৃত ৫৪, অসুস্থ ৪০০

লখনউ, ১৮ জুন : গত তিন দিনে ত্রি় তাপপ্রবাহের জেরে উত্তরপ্রদেশে ৯৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজমগড়ের অতিরিক্ত স্বাস্থ্য ডিরেক্টর ডঃ বিপি তিওয়ারি জানান, হ্যাং এত রোগী মৃত্যুর পিছনে কোনও রোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে লখনউ থেকে একটি বিশেষ দল আসছে। সাধারণত অত্যাধিক গরম বা ঠাণ্ডা পড়লে শ্বাসকষ্ট, মধুমেহ ও রক্তচাপের রোগীদের অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলা হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই ৯৮ জনের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের মৃতের সংখ্যা ৫৪ এবং বিহারে ৪৪। তাপপ্রবাহের কারণে অসুস্থ হয়ে ১৫, ১৬ এবং ১৭ জুন চারশোরও বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে বালিয়া জেলা হাসপাতালে। তাদের বেশির ভাগেরই বয়স ৬০ বছরের বেশি। বেশির ভাগ রোগীর মৃত্যু হয়েছে ফলরোগে আক্রান্ত হয়ে, ব্রেন স্ট্রোক এবং ডায়েরিয়ার কারণে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, গত ১৫ জুন মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। ১৬ জুন ২০ জনের এবং ১৭ জুন বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওরে একাধিক ট্রাকের নবীকরণের কাজ করছে

মাליগাঁও, ১৮ জুন : উপযুক্ত পরিস্থিতিতে রেলওয়ে ট্রাকের রক্ষণাবেক্ষণ এবং রেল যাত্রীদের সুশৃঙ্খিত ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ২০২৩-এর মে মাসে একাধিক ট্র্যাক নবীকরণের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩-এর মে মাসের সময়সীমায় ১২.১০ ট্র্যাক কিলোমিটার গ্রুু স্লিপার নবীকরণ এবং ১২.৫টি সমতুল্য স্টেটের গ্ৰু টার্নআউট নবীকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মাসে ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ৬৪৪ রেল জয়েন্টের ওয়েল্ডিং করা হয়েছে এবং ০.৬০ লক্ষ কিউবিক মিটার বালাস্ট রেলওয়ে ট্র্যাক ঢালা হয়েছে। এর পাশাপাশি, এই সময়সীমার মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিভিন্ন

যেমে ভিজ়ে গিয়েছে জমা। গরম যেন কমছেই না। এমতাবস্থায় মাঠের ধারে হাওয়া খেতে বসলে কি রকম হবে। কিন্তু মসার কামড় খেতেই হবে। সেটা আবার রোগে পড়ার মারাত্মক কারণ হতে পারে। তবে এই ঘামের গন্ধেই ভনভন করে আসবে ডেঙ্গুর মশা। বেজায় গরমে ডেঙ্গু ঠেকাতে দিনে একাধিকবার স্নান করার পরামর্শ দিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। ইতিমধ্যে ডেঙ্গু ঠেকাতে ১৪৪টি ওয়ার্ডে অভিযান জোরদার করেছে পুরসভা। সপ্তাহে দু’দিন করে প্রতিটি ওয়ার্ডের বাড়িতে বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে। মেয়র পরিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ বলেছেন, প্রতি মঙ্গলবার আর শনিবার করে যাওয়া হচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে। দেখা হচ্ছে কোথাও জল জমিয়ে রাখা হয়েছে কি না। এই অভিযানে রাস্তায় নেমেছেন ১০০ দিনের কাজের কর্মীরাও। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং উদ্যান বিভাগের কর্মীরাও যৌথভাবে নেমেছেন অভিযানে। বাড়িতে বাড়িতে যে লিফটে দেওয়া হচ্ছে সেখানেই গরমের দিনে একাধিকবার স্নান করার পরামর্শ দিচ্ছে পুরসভা। কলকাতা পুরসভার মুখ্য পতঙ্গবিদ দেবাশিস বিশ্বাস জানিয়েছেন, কলকাতায় এখন যেমন আবহাওয়া তাতে দিনে একাধিকবার স্নান করতেই হবে। কিন্তু কেন এমন?

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নিশান্তদেব ঘটক জানিয়েছেন, ‘‘কায়িক পরিশ্রম বেশি হলে ঘামের সঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড বেরোয়।’’ আর পুরসভার পতঙ্গবিদ বলছেন, ডেঙ্গু ছড়ানো



এডিস ইজিপ্টাইয়ের কামড়েই ডেঙ্গু ছড়ায়। এর থেকে বাঁচতে গেলে যতক্ষণ না স্নান করছেন রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে থাকুন।’’ আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে বদলে গিয়েছে

এডিস ইজিপ্টাইয়ের কামড়েই ডেঙ্গু ছড়ায়। এর থেকে বাঁচতে গেলে যতক্ষণ না স্নান করছেন রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে থাকুন।’’ আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে বদলে গিয়েছে

কলকাতা পুলিশকে। এছাড়া, বন্ধ কলকারখানা ও কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস চত্বরকে পরিষ্কার রাখার শিল্প দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ‘ন্যাশনাল ডেষ্টারবোর্ন ডিজিজ



এডিস ইজিপ্টাইকে আকৃষ্ট করে এই ল্যাকটিক অ্যাসিডের গন্ধ। এডিস মশার ওরকো এবং আইআর রিসেপ্টরে ধরা পড়ে ঘামের এই গন্ধ। শুধু স্নান নয়, তীব্র সুগন্ধী সাবান মাখতেও বারণ করছেন পুরসভার মুখ্য পতঙ্গবিদ। দেবাশিস মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তীব্র সুগন্ধী সাবানে যেয়ে আসে স্ত্রী এডিস ইজিপ্টাই। পতঙ্গবিদের কথায়, ‘‘স্ত্রী

পতঙ্গবাহিত রোগের প্রকোপের সময়ও। ক্যালেন্ডার মেনে হানা দিচ্ছে না ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া। কলকাতায় সারা বছরই প্রায় ডেঙ্গুর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, প্রতিটি থানায় বাজেয়াপ্ত গাড়িগুলি ডেঙ্গু মশার বংশবৃদ্ধির অন্যতম জায়গা। সেই গাড়িগুলোকে ক্রাশ সাইটে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করতে বলা হয়েছে

কন্ট্রোল প্রোগ্রাম’-এর সমীক্ষা অনুযায়ী পতঙ্গবাহিত রোগের ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থানে পশ্চিমবঙ্গ। গত বছর এ রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গত বছর রাজ্যে ৬৭ হাজার ২৭১ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। মৃত্যু হয় ৬০ জনের। চলতি বছরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ভারতে বাড়ছে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস আর উচ্চ রক্তচাপ। ভারতীয়দের মধ্যে এই সমস্যা বেশ ভালভাবেই বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এমনই ইঙ্গিত মিলল এক জার্নাল-এ। তাতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশের অন্তত ১১.৪ শতাংশ মানুষ ডায়াবেটিক অর্থাৎ বহুমূত্র সমস্যায় ভুগছেন। আর ৩৫.৫ শতাংশ মানুষের রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ।ইন্ডিয়ান কার্ডিওল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ, মাদ্রাস ডায়াবেটিস রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য কিছু সংগঠন মিলে মিলিতভাবে সারা দেশে সমীক্ষা করেছিল। সেই সমীক্ষাভেই জানা গিয়েছে, ভারতীয়দের শরীরে বাড়ছে মেদ। স্বাভাবিক স্কুলতার হার যেখানে ২৮.৬ শতাংশ, সেখানে অস্বাভবিক স্কুলতার হার ৬৯.৫ শতাংশ। আর তার জেরেই হৃদরোগ, ক্যানসার, স্ট্রোকের মতো সমস্যা বাড়ছে। বিগড়ে যাচ্ছে লিপিড প্রোফাইল। মনে করা হচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই মসন্ড সমস্যার কারণ অনিয়মিত জীবনযাপন। যেমন সঠিক সময়ে খাবার না খাওয়া, কম ঘুমানো ইত্যাদি। গ্রামের থেকে বেশি শহরের বাসিন্দারা এই ধরনের সমস্যায় বেশি ভুগছেন।

দৃশ্যকেও এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে বলে খবর মিলেছে। ভারতবর্ষে নাকি প্রতি চারজনের একজন উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন। পাশাপাশি এই ধরনের সমস্যাগুলিও মাথাচড়া দিয়ে উঠছে। এমন পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর। তাই প্রত্যেক রাজ্যের উচিত নাগরিকদের শরীরস্বাস্থ্যের খোয়াল রাখা।প্রসঙ্গত, নিজের ব্যস্ত জীবনে কয়েকটি পরিবর্তন করতে পারেন। তাহলেই রক্তচাপের সমস্যা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। ওজন তরতাই রাখবেন যাঁতা আপনার শরীর সহ্য করতে পারবে। হাই প্রেশারের রোগীর সারা দিনে মাত্র ২ গ্রাম নুন খাওয়া উচিত। সর্বোচ্চ ৫ গ্রাম পর্যন্ত খেতে পারেন। ডায়েটে রাান্না উত্তিজ্জ ফাটি, অলিত অয়েল, ওমেগা অয়েল (ফিশ অয়েল), ভেজিটেবিল অয়েল। হাই ফ্যাট ডায়েট, প্রাণীজ ফাটি, তেলজাতীয় খাবার ও কার্বেহাইড্রেট বাদ দিন। ব্যস্ত শিডিউল থেকে সময় বের করে অন্তত ১৫ মিনিট ধান করুন। মদ এবং সিগারেট থেকে তাদের দূরে থাকই ভাল।

ভারতীয় সেনার লেফটেন্যান্ট পদে পাথারকান্দ্রির মেয়ে প্রীতিরানি

পাথারকান্দি (অসম), ১৮ জুন : ভারতীয় সেনা বাহিনীর লেফটেন্যান্ট পদের জন্য মনোনীত হয়েছেন করিমগঞ্জ জেলার অন্তৰ্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াহিপোয়া ব্লকের অধীন হাতাইয়ার গ্রামের এক তরুণী। নাম প্রীতিরানি সিনহা। প্রীতিরানিদের বৰ্তমান বাড়ি হাতাইয়ারবন্দ গ্রামে হলেও তাঁর জন্মস্থান ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম

পঞ্চয়েত্তে পৌঁচায়টি গ্রামে। সমরেন্দ্র সিনহা ও রাধি সিনহার কনিষ্ঠ কন্যা প্রীতিরানি। প্রীতির এই কৃতিত্বে তাঁর বাবামতো বট্টৈ, আত্মীয়-পরিজনের পাশাপাশি স্থানীয় নাগরিক মহলে আনন্দের জোয়ার বঁহছে। সকলেই তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছেন। এক সাক্ষাতে প্রীতিরানির বাবা সমরেন্দ্র ও মা রাধি জানান, তাঁদের তিন সন্তান, দুই কন্যা ও এক পুত্র। প্রীতি সবার ছোট। তাঁর স্কুল শিক্ষান্ত পড়াশোনা বাজারিছড়ার মাকুলা খ্রিস্টিয়ান হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। সেখানে পাঠরত অবস্থায় প্রীতি এনসিসিতে যোগদান করে। মেয়ের শৈশব থেকে স্বপ্ন ছিল, সে বড় হয়ে দেশের সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। স্কুলশিক্ষা শেষ করে তিনি শিলাচরের গুরুকুলে কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হলে সাফল্যের সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রি অৰ্জন করেন। কলেজে অধ্যয়নকালীন প্রীতি নিয়মিত এনসিসির কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে আরডিস ক্যাম্পে সিলেক্ট হয়ে গত ২৬ জানুয়ারি দিল্লির লালকিল্লায় দেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিক্ষম মন্ত্রী সম্মেলনে প্যারেড প্রদৰ্শন করেন। আর সেই সঙ্গে এনসিসির বিশেষ ভরতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষায় বসে উত্তীর্ণ হন তিনি। তাঁরা জানান, বৰ্তমানে তিনি লেফটেন্যান্ট পদে নিযুক্তি জন্য প্রত্ৰতি চলিয়েছেন। তাঁর আরও জানান, প্রীতি স্কুল ও কলেজ জীবনে সংগীত ও নৃত্যের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন। তাছাড়া সেবামূলক কাজেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিজের জন্মদিনে জাকজমকপূর্ণ কোনও অনুষ্ঠান না করে নিজের সাধামতে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে খাবার বিতৰ্ণন করেন তাঁদের মেয়ে।

মেঘালয়ে ঘন ঘন ধস, নাহাই-এর সাহায্য চায় পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলা প্রশাসন

শিলং, ১৮ জুন : গুয়াহাটি থেকে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এবং ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরের লাইফ লাইন। এই সড়কে গত ২৭ মে থেকে ঘনঘন ভূমিধস হচ্ছে। এই সড়কে বিকল্প পরিপেক্ষিতে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি (নাহাই)র সাহায্য চেয়েছে পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলা প্রশাসন।



সরকারি সূত্রে খবর, গত কয়েক দিন ধরে সোনাপুর টানেলের সামনে ঘনঘন ভূমিধসের ফলে স্থগীকৃত কাদামাটি ও পাথরের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করার জন্য ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির সহায়তা চেয়েছে মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহা়েরে জেলাশাসক। জরুরি ভিত্তিতে শিলঙে অবস্থিত ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের প্রজেক্ট ডিরেক্টরের কাছে এক চিঠি পাঠিয়ে জেলাশাসক তাহা জেলা দুৰ্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেছেন, মেঘালয়ের বুক চিরে ধাবিত ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নাহাই-এর প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে লেখা চিঠিতে জেলাশাসক আরও ব্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরের লাইফ লাইন। এই সড়কে গত ২৭ মে থেকে ঘনঘন ভূমিধস হচ্ছে। এই সড়কে বিকল্প পরিপেক্ষিতে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি (নাহাই)র সাহায্য চেয়েছে পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলা প্রশাসন।

Name Change	Name Change
I LAB DHAR, S/O RANJIT CHANDRA DHAR, R/O NETAJI BLOCK, P.O CHOWHATI, P.S. SONARPUR, KOLKATA-700149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAB CHANDRA DHAR, V/DIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/06/2023.	I JEEBAN HALDER, S/o JAGADISH HALDER OF 722, KALYAN NAGAR, KALLUA, PO-JOKA, PS-HARIDEVPUR, KOLKATA-700104 HAVE CHANGED MY NAME TO JIBAN HALDER VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY AT KOLKATA PUBLIC ON 16/08/2023.
Name Change	Name Change
I PRASANTA KUMAR ROY, S/O SUDHIR KUMAR ROY, R/O B- 802, BHEL EMPLOYEE HSG CO- OPSOC LTD, DC 193A, ACTION AREA 1D, T-309, P.O. NEWTOWN, BIDHANAGAR, PIN-700156, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASHANTA KUMAR ROY, V/DIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/06/2023	I JHUMA MONDAL, W/O SHAHDAB SAYEED, R/O 52/1B, BRIGHT STREET, CIRCUUS AVENUE, KOLKATA-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHIRAH SHAHDAB, V/DIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/06/2023

চুরির যাওয়া প্লাস্টিক দানার বস্তা সহ গ্রেফতার একজন



দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন : ফুলবাড়ীর একটি প্লাস্টিক দানা কোম্পানি থেকে চুরি যাওয়া প্লাস্টিক দানার বস্তা উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ফুলবাড়ীর একটি প্লাস্টিক দানা কোম্পানি থেকে মোকামেয়ে চুরি যায় প্লাস্টিক দানার বস্তা।এমন ঘটনায় সমস্যায় পড়ে কোম্পানির কতৃপক্ষ। গত ২৫ শে মে ফের চুরি যায় ৬০ টি প্লাস্টিকের দানার বস্তা। ঘটনার পরপরই ওইদিন এনজেলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় কোম্পানির পক্ষ থেকে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে এনজেলি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। অবশেষে ১৭ই জুন অর্থাৎ শনিবার রাতে মেলে সাফল্য। এনজেলি এর সোয়াডিটা থেকে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় আলিয়া মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে। ধৃতের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সেই চুরি যাওয়া ২১টি প্লাস্টিক দানার বস্তা। রবিবার দুপুরে ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় আরো কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

ঔষধি ও ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছ লাগালো সিএলডব্লু ওমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন



চিত্তরঞ্জন, ১৮ জুন : পৃথিবীকে সবুজ রাখার জন্য, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (সিএলডব্লিউউও) দ্বারা (মিসেস) ডাঃ অবগঞ্জি সতপতী, সিএলডব্লিউ ওমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতির নেতৃত্বে একটি বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। এদিন মিহিজাম হাউসের বিপরীতে বাসন্তী ইনস্টিটিউটের কাছে আমলা ভাটিকায় এবং চিত্তরঞ্জন টাউনশিপের আর্চারি একাডেমির সামনে সঞ্জীবনী ভাটিকায় এই অনুষ্ঠান টি পরিচালিত হয়েছিল। চিহ্নিত স্থানে ঔষধি ও ভেষজ গুণসম্পন্ন মোট ১৫০টি গাছ লাগানো হয়েছে।বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের জন্য, আমলা ভাটিকায় সচেতনতা ছড়ানোর জন্য চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস মহিলা কল্যাণ সংস্থার বৃক্ষরোপণ করা হয়। অভিযানের উদ্বোধন করেন শ্রীমতি কাম্বীরা খাতুন উদ্যানপালন তত্ত্বাবধায়ক। ডঃ অবগলি সতপতী, প্রেসিডেন্ট সিএলডব্লিউউও ও শ্রী দেবী প্রসাদ দাশ উপস্থিত ছিলেন।

২০২৩-২৪ সালে মেট্রোতে ২৭৯২ কিলোওয়াট সোলার পাওয়ার জেনারেশন প্ল্যান্ট যোগ করা হবে

কলকাতা,১৮ জুন : মেট্রো রেলওয়ে বিকল্প উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে কার্বন ফুটপ্ৰিন্ট কমাতে ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রম করছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই উদ্যোগটি গতি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মেট্রো রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে ছাদে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এই উদ্যোগের সাক্ষ্য। মেট্রো রেলওয়ে বর্তমানে ২১৮৯.৫০ Kwp সৌর শক্তি উৎপন্ন করছে। যার মধ্যে উত্তরদক্ষিণ করিডোরে নোয়াপাড়া, দম দম, মহানায়ক উত্তম কুমার এবং করি সুভাষ স্টেশনে ৬৫৭ Kwp সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পূর্বপশ্চিম করিডোরে ১৫১৯ Kwp সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি সপ্টকোরে সেন্ট্রল পার্ক, সেন্ট্রাল পার্ক স্টেশনগুলির পাশাপাশি সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে স্থাপন করা হয়েছে। মেট্রো রেলের তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল ১৩.৫ Kwp ক্ষমতার একটি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট ও স্থাপন করা হয়েছে। এই



হয়েছে সেগুলি সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা পরীক্ষায় সজ্জিত। মেট্রো রেলওয়ে ছাদের জায়গাগুলি সরবরাহ করেছে যেখানে সৌর শক্তি বিকাশকারী সম্পূর্ণ নকশা, সংগ্রহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং কাজ করেছে। সৌরবিদ্যুৎ বিকাশকারী এই প্ল্যান্টগুলি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। মেট্রো রেলের এই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা রূপান্তরিতকৃত মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বাহ্যিক কন্ট্রলিউটার এবং স্মার্ট ডিভাইসগুলি সফটওয়্যার একটি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট ও স্থাপন করা হয়েছে। এই

করে। আগামী দিনেও মেট্রো রেল আরও বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর জোর দিচ্ছে। ২০২৩-২৪ সালে মেট্রোর সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৭৯২ Kwp বৃদ্ধি পাবে। যার মধ্যে সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে স্টেবলিং বে লাইন ওয়ার্কশপে ৫০০ Kwp ক্ষমতার প্ল্যান্ট, বেলগাছিয়ায় ৯২ Kwp ক্ষমতার প্ল্যান্ট, জেকব ডিপোতে ১৪০০ Kwp ক্ষমতার প্ল্যান্ট এবং করি সুভাষ কারশেডে ৮০০ Kwp ক্ষমতার প্ল্যান্ট ২০২৩-২৪ সালে স্থাপন করা হবে। নির্মাণাধীন যথোর রোড স্টেশনেও একটি ৬৫৪ কিলোওয়াট ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সমস্ত প্ল্যান্টগুলি ভারতীয় রেলওয়ের জন্য ১০০ মেগাওয়াট পিক রফকট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের অংশ হিসাবে ফুর্টল করা হবে যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি ‘নেট জিরো কার্বন ইমিটার’ হয়ে উঠবে।

নদীয়ায় আসন্ন রথ যাত্রা উপলক্ষ্যে সমন্বয় সভা

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়া, ১৮ জুন : আগামী মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে রথ যাত্রা উৎসব ২০২৩। সর্বত্রই মহা ধুমধাম করে পালিত হয় এই অনুষ্ঠান। আর এই উৎসব উপলক্ষে নদীয়ার নবদ্বীপ মায়াপুরে

সমাগম হয় দূর দুরান্ত থেকে আগত অসংখ্য ভক্ত ৩ দের। এ বছরও ইতিমধ্যে অসংখ্য ভক্ত সমাগম হতে শুরু করেছে মায়াপুরে। কোনরকম অপ্রতিকর ঘটনা এড়াতে ও সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে রবিবার কৃষ্ণ নগর পুলিশ জেলার উদ্যোগে মায়াপুরে যুবআবাসে অনুষ্ঠিত হলো এক সমন্বয় সভা। এদিনের এই সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি, কৃষ্ণ নগর পুলিশ জেলার ডি এন টি, মায়াপুর ফারিস ওসি, সব দমকর, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন



মায়াপুরে বিভিন্ন মঠ মন্দিরের সাধুসন্ত, মহারাজ ও এলাকার ইম্যু সাহেবরা।মঙ্গলবার ২০শে জিন অনুষ্ঠিত হবে রথ যাত্রা, ও আগামী ২৮ শে জুন অনুষ্ঠিত হবে পুনঃরথ যাত্রা উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে এলাকার বসে ছোটখাটো মেলাও সব মিলিয়ে এই অনুষ্ঠানের দিনগুলোকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে করতে এুনি সকলের সাথে মত বিনিময় করা হয়।সেখানে প্রশাসনের তরফে যেমন বিভিন্ন বিধিনিষেধ, সব নিয়ম কানূনের কথা জানানো হয় তেমনি রথ যাত্রা আয়োজকেরাও তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করে।সব মিলিয়ে সকলের মত বিনিময়ে আসন্ন রথ যাত্রা উৎসবকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর করে তুলতে সকলেই বদ্ধ পরিকর সেই চিহ্নই ফুটে উঠলো এদিনের সমন্বয় সভায়।

কোচবিহারে বিজেপি প্রার্থীর দেওরের দেহ উদ্ধার, তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১৮ জুন : পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবার খুন । শনিবার দিনভর উত্তপ্ত থাকার পর রাতে দিনহাটার সাহেবগঞ্জে পাটখेत থেকে উদ্ধার হল বিজেপি প্রার্থীর দেওরের দেহ। অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থীর দেওরকে খুন করা হয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা ২ নং ব্লকের কিসামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের টিয়াদহ এলাকায়। শনিবার গভীর রাতে বিজেপি প্রার্থীর পরিবারের এক সদস্যকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয় বলে জানা গিয়েছে। বাড়ির অদূরে তার রক্তাক্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়। ওই ব্যক্তিকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম শম্ভু দাস। তার বউদি বিশাখা দাস এবার পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন। জানা গিয়েছে, টিয়াদহ গ্রামের বিজেপি প্রার্থী বিশাখা দাসের দেওর শম্ভু দাস গতকাল রাতে বাড়ির

বাইরে ঘোরাক্ষেপা করছিলেন। সেইসময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে ধাওয়া করে। এরপর পাটখেতে নেতা অজয় রায় বলেন, ‘গতকালও সাহেবগঞ্জে তৃণমূল গণ্ডগোল করেছিল। প্রার্থীদের মারধর করা হয়।



পড়ে গেলে তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। রাতেই সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতের বাবা নরেন দাসের অভিযোগ, রাতে খাবার পর বাড়ির বাইরে ছিল সে। সেইসময় একদল দুষ্কৃতী ধাওয়া করে। পাটখেতের মধ্যে পড়ে যায়। এরপর তাঁকে খুন করা হয়। বিজেপি

এরপর রাতের বেলায় আমাদের ওই কক্ষীকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা খুন করে। রাজনৈতিকভাবে পেরে উঠছে না তাই তৃণমূল ওই খুন করেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, ‘যে কোনও মৃত্যু দুঃখজনক। তবে অভিযোগ ভিত্তিহীন।’

বেআইনি মাদক তৈরির সরঞ্জাম সহ দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জুন : বেআইনি মাদক তৈরির সরঞ্জাম সহ দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করলো নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর কলকাতা জোনাল ইউনিটের অফিসারেরা। ধৃত দুইজন সম্পর্কে শূশুুর এবং জামাই।ধৃতদের নাম ফেবু মন্ডল এবং তার জামাই চন্ডী মন্ডল শনিবার গভীর রাতে মালদার হবিবপুর থানার আইহো এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই দুই বিজেপি কর্মীকে তাদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর কলকাতা জোনাল ইউনিটের কর্তার।কিছুদিন আগেই ধৃতদের পরিবারের আরেক সদস্যকে বেআইনি মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল কালিযাচক থানার পুলিশ। এরপরই ওই পরিবারের আবারো দুইজনকে গ্রেফতার করেছে এনসিবি। এনসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে, ২ কেজি.৬৫০ গ্রাম আফিম, ৪ কেজি ৩৫০ গ্রাম সাদা রঙের পাউডার মোফিডাম কার্বোনেট, প্লাস্টিক সহ ৭০ গ্রাম আ্যিসিটিক অ্যানাইড্রাইড, প্লাস্টিকের বোতাল সহ ৭৪০ গ্রাম অ্যাসিটিল ক্লোরাইড, ৪০০ গ্রাম সাবস্ট্যান্স হিরোইন। এসব বেআইনি উপকরণ দিয়ে ব্রাউন সুগার , হেরোইন জাতীয় মাদক প্রস্তুত করতে ধৃতরা বলে প্রাথমিক তদন্তে

জানিয়েছে এনসিবি’র অফিসারেরা। রবিবার ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে মালদা আদালতে পেশ করে তদন্তকারী অফিসারেরা।



এদিন আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত ফেবু মন্ডল স্বীকার করে জানিয়েছে, তাদের বাড়ি হবিবপুর থানার আইহো এলাকায়। তারা বিজেপি দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তারা মিটিং, মিছিল প্রচারেও কাজ করেছে । তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, এটা বিজেপির

কালচার। নতুন করে বলার কিছু নেই। ওদের দলের মধ্যে দুষ্কৃতীরা যে যুক্ত রয়েছে, তা এদিনের ঘটনায় আরো একবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ প্রশাসন যাতে এই ধরনের

দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে, সেই দাবি আমরা জানাচ্ছি। বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অন্তান ভাদুড়ী জানিয়েছেন, যারা ধরা পড়েছে তারা তৃণমূল দল করবে। এই ধরনের কোন অপরাধি বিজেপির দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। এখন নিজেদের দোষ ঢাকতে তৃণমূল বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে খুন হতে হবে, হুমকি দুই বিজেপি প্রার্থীকে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৮ জুন : মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে প্রানে মেরে ফেলা হবে। দুই বিজেপি প্রার্থী এবং তাদের পরিবারলে এমনই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে গ্রামছাড়া দুই বিজেপি প্রার্থী। পরিবারের পাশে দাঁড়তে রবিবার দুই বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে যায় বিজেপির প্রতিনিধি দল। তারা গ্রামবাসীদের জোটবদ্ধ হয়ে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আপদোলে নামার পরামর্শ দিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের আয়াস গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলোবাড়ি গ্রামে। ওই গ্রামের দুটি আসনে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন দয়াল কোনাই এবং সুনিতা লেট। হুমকির আশঙ্কা ছিলই। তাই মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর থেকেই তারা গ্রামের বাইরে ছিলেন। শনিবার গভীর রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী দয়াল কোনাইয়ের বাড়িতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসে। দয়ালবাবু বলেন, আমরা বাড়িতে ছিলো না। তবে বাড়িতে পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন। দুষ্কৃতীরা বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেয় মনোনয়ন তুলে না নিলে রাস্তায় গুলি করে মেরে ফেলা হবে। লাল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাড়িতে চাইলে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে আকবার আলির (অঞ্চল সভাপতি) সঙ্গে দেখা করে আসতে বলবে। দয়াল কোনাইয়ের দিদি ঠান্ডু কোনাই বলেন, দুষ্কৃতীদের মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। ওরা প্রথমেই ভাইয়ের খোঁজ করছিল। যাওয়ার সময় হুমকি দিয়ে যায় মনোনয়ন তুলে না নিলে খুন করে দেওয়া হবে। সকালে যেন আকবরের সঙ্গে দেখা করে আসে।সুনিতা লেটের শূশুর সনত লেট বলেন, দুষ্কৃতীদের হাতে পিষ্টল ছিল। বার বার তারা আকবরের নাম করছিল। বলে যায় সকাল ১০ টার মধ্যে আকবরের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ভয়ে বৌমা এখন গ্রামের বাইরে রয়েছেন।তবে এনিয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাননি অঞ্চল সভাপতি আকবর আলি। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিন্নি বলেন, দলের নির্দেশে কাউকে কোনরকম হুমকি দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে কি হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখব।হুমকির খবর পেয়ে এদিন বেলোবাড়ি গ্রামে যান বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক শান্তনু মণ্ডল, মহিলা মোর্চার বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী রশ্মি দে, জেলা সহ সভাপতি স্বরূপ রতন সিনহা, শ্রাবস্তি মুখোপাধ্যায়, রূপা মণ্ডল। শান্তনু মণ্ডল বলেন, আমরা তৃণমূলের হুমকির নিন্দা করছি। সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের কাছে আবেদন রেখেছি ভোট পর্যন্ত বহিরাগত কেউ রাতে গ্রামে ঢুকলে তাএর বেঁধে রাখনা। গ্রামে পুলিশ নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমরা আবেদন করব।

মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে খুন হতে হবে, হুমকি দুই বিজেপি প্রার্থীকে

নদীয়ায় একই বুথের দুই দলের প্রার্থী এক মহিলা, ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া,১৮ জুন : একই বাড়ির দুই দলের দুই প্রার্থী শোনা যায় মাঝেমাঝেই। তবে একই ব্যক্তি নির্বাচনের প্রার্থী একই বুথ থেকে দু দলের হয়ে লড়ছে! কখনো শুনেছেন কি? শোনেনিনি তো! ভাবছেন তাও আবার হয় নাকি? এমনই অদ্ভুত ঘটনা নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের হরিপুর পঞ্চায়েতের হরিনদী উত্তর এলাকায়। বুথ নান্দার ৭১ সিট নান্দার কুড়ি, সেখানে দলীয়ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মোজেন্দা



বিবি নমিনেশন জমা করেছিলেন। গতকাল তার স্বামী জালাল শেখ নির্বাচন পোটালে লক্ষ্য করেন, এলাকারই জলৈক আনুরা বিবি শেখ নামে এক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন, স্বভাবতই তিনি দিশাহীন হয়ে পড়েন। একই সাথে তিনি লক্ষ্য করেন ওই বুথে একই সিট নান্দারে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থীও এ মহিলা আনুরা বিবি শেখ। এরপর তার চক্ষু চড়ক গাছ। তিনি দলীয় উচ্চ নেত্রীদের সাথে কথা বলে ননিবার সকালে প্রার্থী স্ত্রী মোজেন্দা বিবিকে সাথে নিয়ে, বিডিও অফিসে একটি লিখিত অভিযোগ জানান। একই সাথে তিনি জানতেও চান, একই পরিচয় পত্র দেখিয়ে কিভাবে এটা সম্ভব হলো? যদিও অত্যধিক ব্যস্ত থাকার কারণে বিডিও অথবা জয়েন্ট বিডিও এ বিষয়ে ব্যক্তিবা দিতে চাননি। তবে সুত্র মারফত জানা যায় , এখানে কফিহাল স্কুটিন সম্পূর্ণ হয়নি, সেখানেই সংশোধন হবে এই আশ্রি। সব মিলিয়ে নির্বাচন যতই ঘনি়ে আসছে ততই নেন বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা সামনে আসছে,আর এসব নিয়েই সৃষ্ট ভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায় প্রশাসন।

মাহেশের ৬২৭ বছরের রথযাত্রার প্রস্তুতি চলছে

বনম্পতি দে, শ্রীরামপুর, ১৮ জুন : মাহেশের ৬২৭ বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ রথযাত্রার বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। মন্দির প্রাঙ্গণ ও মেলার মাঠের প্রস্তুতিও চলছে জোর কসমে। এই সময় মন্দিরের গর্ভগৃহে নিভৃতভাবে রয়েছেন স্বয়ং জগন্নাথ দেব। তারই মধ্যে সেজে উঠছে তার ভ্রমণ করার রথ। মাহেশের রথযাত্রার দিন কয়েক আগে থেকে শুরু হয় রথ মেরামতির প্রস্তুতি। জি টি রোডের উপরে সারা বছর দাঁড়িয়ে থাকা রথটি নতুন রঙে সেজে উঠছে বিশেষ দিন উপলক্ষে। মাহেশের রথযাত্রা উৎসব ৬২৭ বছরের পুরাতন। আর মাহেশের রথের বয়স প্রায় দেড়শো বছর। ব্রিটিশ কোম্পানির লোহার তৈরি এই রথের সঙ্গে একটি কথিত কাহিনীও রয়েছে। বর্তমানের লোহার রথের জায়গায় আগে ছিল কাঠের রথ। কিন্তু প্রাকৃতিক দুসেগে কারণে কয়েকবার সেই রথ নষ্ট হয়েছিল। এর থেকে স্থায়ী সমাধান খোঁজেন শ্যামবাজারের বসু পরিবার। তৎকালীন ছগলির দেওয়ান ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বসু। তিনি কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে তৈরি করিয়েছিলেন এই রথটি। ব্রিটিশ মার্টিন বার্ন কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই রথ তৈরির জন্য। রথের সামনে থাকে দুটি সাদা ও নীল রঙের তামার তৈরি মোড়া। সেটি তৈরি করে দিয়েছিল জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। রথের মধ্যে রয়েছে ১২ টি বড় বড় লোহার চাকা। দুটি তামার তৈরি অশ্ব। একজন তামার তৈরি রথের সারথি। রথের মধ্যে আঁকা থাকে জগন্নাথ দেবের ৯৬ জোড়া চোখ। রথের একদম চতুর্থ তলায় অর্থাৎ শীর্ষে বিরাজ করেন স্বয়ং জগন্নাথ দেব। তার নিচেই তলাগুলিকে রামলীলার চিত্র কৃষ্ণ লীলার চিত্র চৈতন্যলীলার চিত্রে সাজিয়ে তোলা হয়। এই বিষয়ে মহেশ জগন্নাথ মন্দিরের সেবাহিত পিয়াল অধিকারী বলেন,“মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরকে এই রথটি প্রদান করেছিলেন বর্তমান শ্যামবাজারের বসু পরিবার। তাঁদেরই দায়িত্বে থাকে এই রথটি। রথটিকে সুরক্ষা প্রদান করার জন্য অনেক চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। কিন্তু রথের চাকা কোথায় থামবে তা নির্ধারণ করেন একমাত্র জগন্নাথ দেব। তাই প্রতিবছর এক জায়গায় থাকে না মাহেশের রথ।”

টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী,জানালেন রাজু বিস্তা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : ২০২৫ সাল পর্যন্ত টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এতে অনেকটাই উপযোগী হবে উদ্ভরের চা বলয়, শিলিগুড়িতে জানালেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। রবিবার শিলিগুড়িতে মন কি বাত অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাংসদ রাজু বিস্তা। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৫ সালের মধ্যে টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্য রাখার কথা জানান। আর সেই প্রসঙ্গে সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, প্রধানমন্ত্রীর এই লক্ষ্যের ফলে উদ্ভরের চা অধ্যুষিত এলাকার মানুষ অনেকটাই উপকৃত হবে। কারণ চা বাগানের মানুষের মধ্যে অপরূপ জনিত রোগ দেখা দিয়ে থাকে। আর প্রধানমন্ত্রীর টিবি মুক্ত ভারত গড়ার এই লক্ষ্যে সব থেকে বেশি উপকৃত হবে চা বলয়।

দলত্যাগের দুদিন পরেই প্রত্যাবর্তন বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধানের

দুরন্ত বার্তা, বাকুড়া, ১৮ জুন : দলের টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদানের পর দুদিন কাটতে না কাটতেই ফের তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরলেন সারেক্ষা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান। পঞ্চায়েতি নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট না পেয়ে ক্ষোভে তৃণমূলের উপর বিয়োদ্যকার করে কংগ্রেসের পাটি অফিসে গিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা ধরেছিলেন সারেক্ষা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যধী প্রধান কৃষ্ণ দত্ত। কংগ্রেসে যোগদান করার পর দুদিন কাটতে না কাটতেই ফের তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে ফেরে। তা কে নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে এলাক জুড়ে । এলাকা জুড়ে চাউর হয়েছে শাসক দলের রক্ত চক্ষুর ভয়েই কি তৃণমূল কংগ্রেসের ফিরে আসা ? না কি এর নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ রয়েছে। এই বিষয়ে কৃষ্ণ দত্ত জানান, তৃণমূল কংগ্রেসকে খুব ভালোবাসেন তিনি । মন প্রাণ দিয়ে দিদির দলটাকে গড়ে তুলেছেন । তাই কংগ্রেস শিবিরে গিয়েও তার মন টিকছিল না। সেখানে মোটেও ভালো ছিলেন না তিনি । তাই ফের তৃণমূল কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন। কৃষ্ণ দত্তের দলত্যাগ এবং ফিরে আসা প্রসঙ্গে তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়ক তথা বিদায়ী সভাপিগতি মৃত্যুঞ্জয় মূর্ম বলেন, অভিমানে গিয়েছিলেন। ভুল বুঝতে পেরে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরেছেন। জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি অরূপ ব্যানার্জি বলেন, তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের হুমকি এবং সন্ত্রাসের পূর্বাভাস পেয়ে উনি ফিরে গেছেন। কিন্তু আগামীদিনে তৃণমূলকে এর ফল ভোগ করতে হবে।

বিহার থেকে নাবালিকা অপহরণ হওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার দুই

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : গত ৪ মে ২০২২ বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার বেহেরিয়া এলাকা থেকে নিখোঁজ হয় এক নাবালিকা । পরবর্তীতে নাবালিকা পরিবারের বেহেরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করে তারপরই অভিযানে নামে মন বিহার দ্বারভাঙ্গা বেহেরিয়া থানার পুলিশ। অভিযানে নেমে পুলিশ জানতে পারে নাবালিকাকে অপহরণ করে অপহরণকারীরা পৌঁছে যায় দিল্লি। তবে বিহার পুলিশ দিল্লী পৌঁছেলে বিহার পুলিশকে ধূলো দিয়ে অপরহণকারীরা নাবালিকাকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে অপহরণকারীদের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে অপহরণকারীরা রয়েছে শিলিগুড়ি শহরে। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি মাটিগাড়া থানা পুলিশের সহযোগিতায় নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম গুণ্ডু মল্লিক ও গণেশ মল্লিক। পাঁচটি রাত্রে মোটে বিহারে নিয়ে যাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন পুলিশ শিলিগুড়ি আদালত।



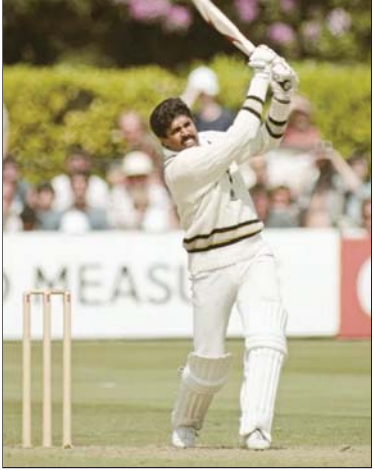
দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার,১৮ জুন : আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের ১৩৩২ অংশের প্রার্থী তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা শ্যামলা ওর্গাও, ১৩৩৩ নং অংশের প্রার্থী অশোক ওর্গাও ও পঞ্চায়েত সমিতির ৫ নং অংশের প্রার্থী অনিতা ওর্গাও এর সমর্থনে মিছিল বের করা হয়.৷ প্রচার শুরু করা হয়। এদিন প্রার্থীরা মন্দিরে পুজো দিয়ে তাদের প্রচার শুরু করেন। এদিনের ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মুমায় সরকার ছিলেন সহসভাপতি জহরলাল আচার্য, সাধারণ সম্পাদক শামাল সূত্রধর সহ অন্যান্য অঞ্চল নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

সচিন-বিরাট অনেক দেখেছি, কপিলের ১৭৫-র ধারেকাছে কেউ নেই

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন



৪০ বছর আগে আজকের দিনে ইংল্যান্ডের টানব্রিজ ওয়েলস স্টেডিয়ামে উঠেছিল ‘হরিয়ানা হ্যারিকেন’ এর ঝড়। ১৯৮৩ সালটা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কপিল দেবের নেতৃত্বে ভারত সে বারই প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছিল। আর ১৯৮৩ সালের ১৮ জুন ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এক ঐতিহাসিক দিনও। ৪০ বছর আগে ১৮ জুন নেভিল গ্রাউন্ডে ১৩৮ বলে ১৭৫ রানের অতিমানবিক একটি অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন তখনকার ভারত অধিনায়ক কপিল দেব। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কপিল দেব। শুরুতেই তাসের ঘরের মতো ধ্বসে যায় ভারতীয় ব্যাটিং বিভাগ। এরপর কপিল দেব ম্যাজিক দেখান। আজ কপিল দেবের সেই বিধ্বংসী ইনিংসের ৪০ বছর পূর্তি। কপিল দেবের ওই বিধ্বংসী ইনিংস এখনও ক্রিকেট প্রেমীদের মনে গাথা। এই তালিকায় রয়েছেন



তার সতীর্থ সুনীল গাভাসকরও। “আমি অনেক ইনিংস দেখেছি। কিন্তু আমার মনে এখনও গেঁথে কপিল দেবের ওই ১৭৫ নট আউট ইনিংসটা।” বক্তা লিটল মাস্টার সুনীল গাভাসকর। বছর চল্লিশ আগে কপিল দেবের অতিমানবিক ইনিংসের সাক্ষী ছিলেন গাভাসকর। সেই ম্যাচে কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের সঙ্গে ওপেনিংয়ে

নেমেছিলেন গাভাসকর। কিন্তু মাত্র ২টো বল খেলেই আউট হয়ে গিয়েছিলেন। সেই ম্যাচে শূন্যে ফিরেছিলেন সানি। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে ১৭ রানের মাথায় ভারত ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে। ভারতীয় দলের মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙে দেন কেভিন কারানরা। ছয় নম্বরে ব্যাট করতে নামেন ভারত অধিনায়ক কপিল দেব। মৃত্যুর পাতা উল্টে কপিল দেবের ১৭৫ নট আউট ইনিংস নিয়ে গাভাসকর বলেন, “ওডিআই ক্রিকেটে ওই ইনিংসের থেকে ভালো কোনও ইনিংস আজ অবধি আমি দেখিনি। আমি সচিনের সেঞ্চুরি দেখেছি। আমি বিরোটের সেঞ্চুরি দেখেছি। আবার মাশির সেঞ্চুরিও আমি দেখেছি। বীরুর শতরানও দেখেছি। অনেকের সেঞ্চুরি দেখলেও কপিলের ওই ১৭৫ নট আউট ইনিংসটার সঙ্গে কোনও ইনিংসের তুলনায় হয় না।” কপিল দেবের ওই রেকর্ড গড়া ইনিংসে ভর করে ভারত ৮ উইকেটে ২৬৬ রান করেছিল। ২৬৭ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে জিম্বাবোয়ের সেই ম্যাচে শেষ অবধি খামে ২৩৫ রান। টিম ইন্ডিয়া ৩১ রানে সেই ম্যাচ জিতেছিল। আর ওই ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন কপিল দেব।

আগে দলে সবাই বন্ধু ছিল, এখন ওরা সহকর্মী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুনঃ বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট বোলার হয়েও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে বোবা দর্শক হয়ে কাটাতে হয়েছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে ওভালে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের একাদশে ছিলেন না অশ্বিন। মাঠে অশ্বিনের প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছেন রোহিত শর্মা। অভিজ্ঞ স্পিনারের অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০৯ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে টিম ইন্ডিয়া। সাধারণত কর্মক্ষেত্রে জগতে নিজেকে কোণঠাসা মনে হলে সাধারণত মানুষ পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ নিতে পছন্দ করেন। এছাড়া নিজের প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত লোকজনের সমর্থনও প্রয়োজন হয়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল থেকে অশ্বিনকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কি দলের সবাই ভালো মনে স্বীকার করেছিলেন, নাকি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কেউ অশ্বিনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন? এই প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় দল নিয়ে অগ্রিয় সত্য ফাঁস করেছেন বিশ্বের পয়লা



দেওয়ার সিদ্ধান্তের উপর আলোচনাটা অত্যন্ত গভীর বিষয়। এমন একটা বিষয় নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা যায়। কিন্তু কলিগাদের সঙ্গে মোটেও নয়। কারণ ভারতীয় দলের সাজঘরে এখন আর বন্ধুত্বের

কোনও জায়গা নেই। এখানে সকলেই একে অপরের সতীর্থ, বন্ধু নয়। তিনি বলেছেন, “আমরা এমন একটা যুগে (ভারতীয় ক্রিকেট) রয়েছি যেখানে সবাই আমার কলিগ। একটা সময় ছিল যখন সব টিমমেটরাই ছিলেন বন্ধু। এখন তারা শুধুই সহকর্মী। এখানে আপনার ডান অথবা বাঁ দিকের মানুষটি নিজেকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখতে পছন্দ করেন। তাই এসব নিয়ে আলোচনার কারও সময় নেই।” অশ্বিনের মতে, “বাদ পড়া নিয়ে আলোচনার থেকে ক্রিকেটের টেকনিক এবং জার্নি নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। ক্রিকেটাররা নিজেরদের টেকনিক বা জার্নি ভাগ করে নিলে সেটা ক্রিকেটের জন্য মঙ্গলবাহী। যদিও এর ছিটকেটাও হয় না। কেউ তোমার সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। এই যাত্রাটা একেবারেই নিজের। প্রয়োজন পড়লে আমরা কোচ বা পেশাদার মানুষের কাছে যাই, অর্থের বিনিময়ে সাহায্য নিই। আসলে আমরা মাঝে মাঝে তুলে যাই যে ক্রিকেট কেউ শিখিয়ে দিতে পারে না। এটা নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করে।”

প্রস্তুতিতে মগ্ন ‘সোনার ছেলে’ নীরজ চোপড়া

নয়াদিল্লি, ১৮ জুনঃ সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া কবে ট্র্যাকে ফিরবেন? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে নীরজের ফ্যানদের মনে। পেশির চোটের কারণে বেশ কয়েকদিন ধরে ট্র্যাকের বাইরেই নীরজ। এই চোটের কারণে আন্তঃরাজ্য টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারেননি নীরজ। বিশ্বের এক নম্বর জ্যাভলিন থ্রোয়ার এ বার ট্র্যাকে ফেরার পথে। চলছে প্রস্তুতি। চলতি জুনের শেষে রয়েছে ডায়মন্ড লিগ। লুসানেই কি ট্র্যাকে ফিরবেন টেকিও অলিম্পিকে সোনা জয়ী নীরজ? আসলে ভারতীয় ক্রিকেট লিগের সরকারি ওয়েবসাইটে উল্লেখ রয়েছে যে, ওই টুর্নামেন্টে খেলবেন নীরজ চোপড়া। তিনি নিজে এ বিষয়ে কিছু জানাননি। ডায়মন্ড লিগের ওয়েবসাইটের দাবী, ওই টুর্নামেন্টে ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়াকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন চেক প্রজাতন্ত্রের জাকুব ভাদলেখ এবং জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার। গত ২৯ মে সোশ্যাল মিডিয়ায় নীরজ চোপড়া নিজের পেশির চোটের ব্যাপারে জানিয়েছিলেন। অনুশীলনের সময় পেশিতে চোট পেয়েছিলেন নীরজ। তার ফলে তিনি নিউজিল্যান্ডসে



আয়োজিত একবিকে গেমস এবং ফিনল্যান্ডের পাভো নুরমি গেমস থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। নিজের টুইটে নীরজ জানান, তিনি রিকভারি সেশনের মধ্যে যাচ্ছেন। জুন মাসে ফের ট্র্যাকে ফিরবেন তিনি। টেকিও অলিম্পিকে ভারতের হয়ে সোনা জয়ের পর ডায়মন্ড লিগে ধারাবাহিক সাফল্য পেয়েছেন নীরজ চোপড়া। চলতি মরসুমের শুরুতেই দোহা পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন নীরজ। ডায়মন্ড লিগে গতবার জিতেছিলেন নীরজ। এ বার চলতি মরসুমে কী হয় সেটাই দেখার। এরই মাঝে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে ভারতের আ্যথলেটিক্সের হেড কোচ রাধাকৃষ্ণ নায়ার জানান, নীরজ চোপড়া এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। তিনি বলেন, “গত সপ্তাহে নীরজ অনুশীলন শুরু করেছে। চলতি মাসের শেষে ও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।” উল্লেখ্য, নীরজ চোপড়ার পাশাপাশি লুসানে ডায়মন্ড লিগে অংশ নেননি ভারতীয় লং জাম্পার মুরলী শ্রীশঙ্কর। প্যারিস ডায়মন্ড লিগে তৃতীয় স্থান অর্জন করার ফলে লুসানে পারফর্ম করতে দেখা যাবে তাঁকে।

সবুজ মেরুনের টুইটে ক্ষেপে লাল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ বাবা’দের জন্য সমর্পিত একটা দিন। আজ, ১৮ জুলাই সারা বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে পিতৃ দিবস। তবে এই সোশ্যাল মিডিয়া আজকাল দিনটিতে অন্য অর্থে ব্যবহার করে। বিশেষ করে প্রবণ প্রতিভদ্বন্দী একে অপরকে কটাক্ষ করতে দিনটির উল্লেখ করে থাকেন। ফাদার্স ডে-র ট্রেন্ডিংয়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে টিক তেমনই এক টুইট দেখা গেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের টুইটার হ্যান্ডেলে। রবিবার সকালে সবুজ মেরুনের টুইটার পেজে একটা ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। ভিডিয়োটি হল আইএসএলে খেলা ছয়টি কলকাতা ডার্বির। পোস্টের ক্যাপশনে লেখা, ‘এই পিতৃ দিবসে আমার কব বসে হিরো আইএসএলের ৬টি কলকাতা ডার্বিতে মোহনবাগানের জয় উপভোগ করুন।’ শুধুমাত্র ভিডিয়োটি টুইট করলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু ক্যাপশন দেখে ভড়কে গিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। তাঁদের অনুমান, লাল হলুদকে কটাক্ষ করে এমন পোস্ট করা হয়েছে! নম্রতো ফাদার্স ডে’র সঙ্গে ফুটবলের কী সম্পর্ক? প্রশ্ন তাঁদের। কলকাতা ময়লানের



এই দুই ক্লাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বজনবিদিত। ফুটবল মাঠে একে অপরের বিরুদ্ধে নামলে দু’ ভাগ হয়ে যায় তিলোত্তমা। ফাদার্স ডে-র দিন আইএসএলে তাদের সবকটি ডার্বি জয়ের ভিডিয়ো পোস্ট করা হয় মোহনবাগানের তারফে। সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের খোঁচা দেওয়া ক্যাপশন। যা দেখে রীতিমতো ধুধুমার বেঁধে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মোহনবাগান সমর্থকরা, পেজের অ্যাডমিনের রসবোধ এবং বুজির তারিফ করেছেন। একজন লিখেছেন, এ তো ভয়ানক পোস্ট। অ্যাডমিনের প্রশংসা করতেই হবে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাও ছেড়ে কথা বলেননি। সব মিলিয়ে সপ্তাহান্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় কলকাতা ডার্বির ধুমুকাটর অবস্থা কলকাতা ডার্বির ইতিহাস বহু পুরনো। তবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে দুই রিপ্রজিন্টদ্বী দল মাত্র ছয় বার মুখোমুখি হয়েছে। এই হাফ ডজন সাক্ষাতে প্রতিবারই শেষ হাসি হেসেছে মোহনবাগান। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দুটি দল আইএসএলে শেষবার মুখোমুখি হয়েছিল। যুবভারতীতে ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছিল সবুজ মেরুন। টানা ছয়টি ডার্বিতে জয়ের রেকর্ড গড়েছে সবুজ মেরুন।

ইন্দোনেশিয়ায় চ্যাম্পিয়ন, ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে ইতিহাস

জাকার্তা, ১৮ জুনঃ ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে ইতিহাস গড়ল সাক্ষিসাইরাঙ্গ রাক্কেডেউ-চিরাগ শেটি জুটি। ইন্দোনেশিয়া ওপেন সুপার ১০০০ চ্যাম্পিয়ন হলেন সাক্ষিরাঙ্গ। সেনিকাইনালে কোরিয়ান জুটি কাং মিন হুই-সিও সিওং জাইয়ের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করেছিলেন সাক্ষিরাঙ্গ। ফাইনালে মালয়েশিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জুটিকে হারিয়ে খেতাব জিতলেন। ২০১৮ সালে শুরু হয়েছে ইন্দোনেশিয়া ওপেন সুপার ১০০০। প্রথম বার এই টুর্নামেন্টে খেতাব ভারতের। মালয়েশিয়ান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জুটি অ্যারন শিমা-শোহ উই ইকের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে ০-৮ পিছিয়ে ছিল ভারতীয় জুটি। অবশেষে নবম সাক্ষাতে মালয়েশিয়ার এই জুটির বিরুদ্ধে জয়ের মুখ দেখলেন সাক্ষিরাঙ্গ। সেটিও টুফির ম্যাচে। অতীতের হারের হতাশা অনেকটাই কমল



টুফি জিতে ইতিহাস গড়ায়। ভারতীয় কোনও শাটলার এই টুর্নামেন্ট জেতেননি। ফাইনালে রুদ্রাক্ষাস ম্যাচে ভারতীয় জুটির জয় ২১-১৭, ২১-১৮ ব্যবধানে। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য প্রবল চাপে ছিল ভারতীয় জুটি। মদ্যুর চাপ সামলে রেখে অবশেষে জয়ের হাসি। ম্যাচ শেষে চিরাগ শেটি বলেন, “খাঁরা আমাদের সমর্থন করেছেন, প্রত্যেককে ধন্যবাদ। দারুণ একটা পরিবেশে ম্যাচ খেললাম। সাফল্য নিয়েই কোর্ট ছাড়তে গেলে ব্যাড্টি আনন্দ হচ্ছে।” সাক্ষিসাইরাঙ্গ-চিরাগ শেটির জুটির বুলিতে যোগ হল আরও একটি পদক। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, কমনওয়েলথ গেমস, ইন্ডিয়া ওপেন, সুইস ওপেন, বিভিওলিউএফ সুপার ৫০০ এর পর এ বার বিভিওলিউএফ ১০০০ পদক। ব্যক্তিগত বিভাগে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও পদক জিতেছেন তারা। ভারতীয় জুটির এই সাফল্য উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়ামের প্রকল্পে রয়েছেন এই দুই শাটলার।

একজন ভক্ত রোনাল্ডোকে তুললেন কোলে, অন্যজন কাঁদলেন শিশুর মতো

লিসবন, ১৮ জুনঃ লিসবনের এস্ত্রাদিও দে লুইজ স্টেডিয়ামে তখন দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলছিল। নিরাপত্তাবৈঠনী ভেদ করে মাঠে ঢুকে পড়েন এক দর্শক। পর্তুগালের পর্তুগা হাতে দৌড়ে তাঁর মাঠে ঢোকার সময় সবাই আন্দাজ করে নিয়েছিলেন কী হতে যাচ্ছে। আর ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোও এইসব মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কম নয়। মাঠেই দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন পর্তুগাল কিংবদন্তি। সেই দর্শক দৌড়ে তাঁর সামনে গিয়ে প্রথমে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলেন। মাথাটা একদম রোনাল্ডোর দুই পায়ের মাঝে মাটিতে রেখে গভীর ভালোবাসার সেই কুর্নিশেও মন ভরেনি ভক্তটির। এরপর করলেন কী, রোনাল্ডোকে পাঁজা করে কোলেও তোলার চেষ্টা করলেন! রোনাল্ডো পৃথিবীব্যাপী ভক্তদের এমন ভালোবাসা পেয়ে অভ্যস্ত। পর্তুগিজ তারকা জানেন, ভক্তদের কারণেই আজ তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, এই ভক্তরাই তাঁদের মতো তারকাদের সঙ্গে একটু দেখা করতে পারলে সেটা সারা জীবনের গল্পের খোরাক। রোনাল্ডো সে জনাই সন্তুষ্ট মাঠে ঢুকে পড়া সেই উম্মাদ দর্শক যখন তাঁকে কোলে তুললেন, এতটুকু বাধাও দেননি। উল্টো ভালোবাসায় আত্মতৃপ্ত হয়ে হাসছিলেন। নিরাপত্তারক্ষীরাও ততক্ষণে ছুটে এসেছেন মাঠে। কিন্তু কিংবদন্তিকে সেই ভক্তের অর্ধ দেওয়ার একটু বাঁক ছিল। নিরাপত্তারক্ষীরা ধারেকাছে আসার আগেই রোনাল্ডোর বিখ্যাত ‘সিউ’ গাল উদ্বাপনটা তাঁর সামনেই সেয়ে নিয়ে ভেঁ-দৌড় দেন সেই ভক্ত, যেন বিশ্বজয় করেছেন। স্টেডিয়ামে তখন করতালির আওয়াজ, শেষ বাঁশি বাজার পর সেই উম্মাদ ভক্তেরও নিশ্বাসই খুশি হওয়ায় কথা। ২০২৪ ইউরো বাছাইপর্বে গতকাল রাতের এই ম্যাচে

বসনিয়াকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে পর্তুগাল। তিন ম্যাচের সব কটি জিতে ‘ছি’ গ্রুপের শীর্ষে রোনাল্ডো-ব্রুনো ফার্নান্দেজরা। আল নাসরের তারকা রোনাল্ডো অবশ্য গোল পাননি। প্রথমার্ধের ২৩ মিনিটে তার হেডে গোল গোল অফসাইডের কারণে বাতিল করে দেন রেফারি। তবে বের্নার্দো সিলভার গোলো ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করেছিল পর্তুগাল। বিরতির পর জোড়া গোল করেন পর্তুগালের মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজ। গোল না পেলেও ভক্তদের ভালোবাসা এই ম্যাচে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পেয়েছেন রোনাল্ডো। ম্যাচ শেষে ঘটনকে আরেকটি মজার ঘটনা। ইউটিউব ঘাটটিয়ারি অভ্যাস থাকলে ‘আইসোপ্পিড’কে নিশ্বাসই চেনা আছে। তাঁর আসল নাম ডার্লেন ওয়াটকিনস জুনিয়র।

বিখ্যাত এই লাইভস্ট্রিমার ইউটিউবে সেরা কনটেন্ট নির্মাতাদের একজন। ব্যক্তিত্ব ও কৌতুক করার দক্ষতায় ভীষণ জনপ্রিয় ‘স্পিড’ নামে পরিচিতি পাওয়া ইউটিউবার। তিনি আবার রোনাল্ডোর পাগলভক্তও। বহুদিন ধরে স্টেটা করছিলেন নিজের আদর্শ ও অনুপ্রেরণাদাতা কিংবদন্তির সঙ্গে দেখা করতে রোনাল্ডোর সঙ্গে দেখা করতে এর আগে একবার যুক্তরাষ্ট্রে থেকে বলেন রোনাল্ডোকে। সেখানে মনে হয়েছে, একজন ভক্তের সঙ্গে দেখা করতে হবে, সেটা বলেছেন রোনাল্ডোকে। এরপর যা ঘটল স্পিড সারা জীবন তা মনে রাখবেন। রোনাল্ডো গাড়ির দরজা খোলার সময়ই আনন্দে শিশুর মতো লাফাছিলেন স্পিড। পর্তুগিজ কিংবদন্তি গাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় স্পিডের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, যেকোনো মুহূর্তে হার্ট

আটাকের শিকার হতে পারেন! থরথর আবেগ ভর করেছিল তাঁর মস্তিষ্ক। শিশুর মতো লাফাতে লাফাতে ‘ও মাই গড! ও মাই গড!’ বলছিলেন। রোনাল্ডো একটু কাছে আসতেই হাট্টা মুড়ে বসে পড়েন স্পিড, যেন সামনে কোনো অবতারণা দাঁড়িয়ে। এরপর কালমিশ্রিত কণ্ঠে কিছু একটা বলেই জড়িয়ে ধরেন রোনাল্ডোকে। পর্তুগিজ তারকাও উৎসাহালি উপহার দেন স্পিডকে। রোনাল্ডো এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। আনন্দের আতিশয্যে স্পিড বুঝতে পারছিলেন কী করা উচিত! বারবার বলছিলেন, ‘ও মাই গড! মানে, স্পিডের বিশ্বাস হচ্ছিল না রক্ত-মাংসের রোনাল্ডো তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে! তাঁকে একটু ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন- এটাও হয় নাকি! আরেগে কাঁপতে কাঁপতে স্পিড দেখিয়েছেন নিজের বাঁ হাতে রোনাল্ডোর টাট্টা। ছবি তোলার সঙ্গে রোনাল্ডোকে নিয়ে তাঁর ‘সিউ’ গোল উদ্বাপনও সেরেছেন। রোনাল্ডো চলে যাওয়ার পর স্পিডের প্রতিক্রিয়া মনে রাখবেন আশপাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখা অনেকেই। লাফাতে লাফাতে স্পিড বলছিলেন, ‘আই ডিড ইট! আই ডিড ইট! ট্রেন্ড ইউ ট্রো, আই ডিড ইট!’ পর্তুগালের জার্সি পরিহিত স্পিড রোনাল্ডো চলে যাওয়ার পরও নিজের আবেগ সংবরণ করতে পারেননি। সে জায়গাতেই বসে পড়ে ‘ও মাই গড’ বলতে বলতে শিশুর মতো বিলাপ করছিলেন। এই বিলাপ শোকেব নয়, নির্ভেজাল আনন্দের, নিখাদ ভালোবাসাসূচক। রোনাল্ডোর এই ৬৮ বছর বয়সেও খেলে যাওয়ার অন্যতম কারণ হয়তো ভক্তদের এই নিখাদ ভালোবাসা। ভালোবাসা পাওয়ার লোভ তো সবারই থাকে, তাই না?

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ • বর্ষ সংখ্যা • ১ জুন ২০২৩

দুধ না খেলে

- শৈশবের পুষ্টি দুধ
- হৃদে-ওণে ভরপুর পনির
- দুধ - সুপার ফুড
- প্রত্নাবে রক্তক্ষরণ
- হার্টকে সুস্থ রেখে বাঁচা
- রোবোচিক সার্জারি

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে লগ অন করুন www.suchikitsa.in